জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper : www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ৮৫ ● ১৮ অগাস্ট, ২০২৫ ● ১ ভাদ্র ১৪৩২ ● সোমবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 85 ● JAGO BANGLA ● MONDAY ● 18 AUGUST, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

ফিরলেন শুভাংশু

মহাকাশযাত্রা সফলভাবে শেষ করে কোয়ারেন্টাইন কাটিয়ে দেশে ফিরলেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা। রবিবার দিল্লি বিমানবন্দরে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন শুভাংশুর স্ত্রী ও সন্তান

ফের নিম্নচাপ

উত্তর-পশ্চিম এবং পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে তৈরি হচ্ছে ফের নিম্নচাপ। বাংলায় কোনও প্রভাব পড়বে না। দক্ষিণে বৃহস্পতিবার বৃষ্টি কমলেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হবে উত্তরে

ডার্বিতে মোহনবাগানকে হারিয়ে ডুরান্ড সেমিফাইনালে ইস্টবেঙ্গল

সিমলায় রাস্তার কুকুরের গলায় কিউআর-জিপিএস

মোদির ভারতের ভাষা-সন্ত্রাসের কথা দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমসে

বিশ্বের লজ্জা বিজেপি

প্রতিবেদন : মুখ্যমন্ত্রী আগেই জানিয়েছিলেন। সেটাই সত্যি হল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মুখ পুড়ল বিজেপির। বিজেপির বাংলা-বিদ্বেষ ও ভাষা-সন্ত্রাসের নিন্দা গোটা বিশ্বজুড়ে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তা ফলাও করে প্রচার করল দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস। আন্তর্জাতিক এই সংবাদ মাধ্যমে শীর্ষ খবর হিসেবে পরিবেশিত হল, বিজেপির ভারতে আক্রান্ত বাংলা ভাষা ও বাঙালি। গান্ধীমূর্তির পাদদেশে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের ধরনার ছবি দিয়ে ইন্টারন্যাশনাল পেজে গত ১৫ অগাস্ট লিড স্টোরি হিসেবে ছাপানো হয়েছে এই খবর।

দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমসে গত ১০ অগাস্টও একটি প্রতিবেদন প্রকাশ হয়েছিল। সেই প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল, ইন ইন্ডিয়া ইমিগ্রেশন রেইডস ডিটেইন থাউজেন্ডস অ্যান্ড ক্রিয়েট এ ক্লাইমেট অফ ফিয়ার। এবারের শিরোনাম, দ্য ফিয়ার অফ স্পিকিং বেঙ্গলি। তথ্য-সহ মার্কিন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে গুজরাতে পরিযায়ী

The New York Times

Trump must no longer coddle Putin

Resurgence on front line gives Russia confidence

The risk of speaking Bengali

Humble storefront ramps a part of 'urban geology'

বাঙালিকে বেল্ট দিয়ে মারের নির্মম কাহিনি। বাংলা থেকে কর্মসূত্রে গুজরাতে গিয়েছিলেন বাংলাভাষী হাসান শাহ। তাঁকে গুজরাতে ভাড়া বাড়ি থেকে টেনে-হিঁচড়ে তুলে এনে মোদি-রাজ্যের পুলিশ বেধড়ক মারধর করে চোখ ও হাত বেঁধে নৌকায় চাপিয়ে সীমান্ত পার করে বাংলাদেশে ছেড়ে আসে। বৈধ আধার, ভোটার ও প্যান কার্ড থাকার পরও নির্মম হেনস্থার শিকার হতে হয় তাঁকে। আবদুর রহমান নামে আর এক বাংলাভাষীকেও একইভাবে নৌকায় চাপিয়ে নগ্ন করে বেল্ট দিয়ে পিটিয়ে বিএসএফের সাহায্যে বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলে ফেলে দিয়ে আসা হয়েছিল। কোনওমতে আব্দুর ও হাসান সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে প্রাণরক্ষা করেন। তারপর এক সহৃদয় বাংলাদেশি পরিবারের সহায়তায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ এবং আইনি লড়াই জিতে ফিরে আসা। শুধু গুজরাত নয়, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, হরিয়ানা, দিল্লি এবং অসম-সহ বিজেপিশাসিত অন্য (এরপর ১২ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

কাঁকর

জমে গেছে অনেক কাঁকর,
সে ভাঙার হাতুড়ি কই।
মিশে গেছে ক্ষুদ্র গণ্ডির
কালো কালিমার আবদ্ধে,
কলম কার্যত শাবল!
লেখার কালি উধাও।
ভাষা সৃষ্টির বাক্যও
আজ যেন বাকহারা!
সৃষ্টি কি আজ লুণ্ঠিত?
কালচে কাঁকরের পাহাড়ে,
কাঁকরগুলো পারলে
উপড়ে দাও,
সংস্কৃতি সৃষ্টিতে
সবুজ ফলাও।

এবার বিজেপির বন্ধু-রাজ্যে নৃশংস খুন বাংলার শ্রমিক

কাদের শেখের ছবি হাতে শোকার্ত পরিজন। ইনসেটে কাদের।

প্রতিবেদন : বাংলায় কথা বললেই বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের নির্মম হেনস্থার শিকার হতে হচ্ছে বিজেপি-রাজ্যে। কেড়ে নেওয়া হচ্ছে প্রাণও। মহারাষ্ট্রের পর ফের ভিনরাজ্যে খুন হলেন বাংলার পরিযায়ী শ্রমিক। এবার বিজেপির বন্ধু-রাজ্য অন্ধ্রপ্রদেশে। মুর্শিদাবাদের ফরাক্কার এক পরিযায়ী শ্রমিক কাদের শেখকে খুন করা হল পিটিয়ে। শুক্রবার নিখোঁজ থাকার পর শনিবার রেললাইনের ধার থেকে উদ্ধার হয় তাঁর দেহ। তাঁর শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশে রাজমিস্ত্রির কাজ করতে গিয়েছিলেন কাদের। রোজগারের টাকা তিনি জমা রেখেছিলেন ঠিকাদারের কাছে। সেই টাকা চাওয়ায় ৩০ বছরের কাদেরকে পিটিয়ে মারা হয়েছে বলে অভিযোগ পরিবারের। কাদের ফরাক্কা ব্লকের ইমামনগর নয়নসুখ গ্রামের বাসিন্দা। কাদেরের রহস্যমৃত্যুতে ঠিকাদারের বিরুদ্ধে (এরপর ১২ পাতায়)

পুলিশকে বোমা ছোঁড়ার ছক ফাঁস

অডিও ক্লিপ প্রকাশ কমিশনারেটের

প্রতিবেদন : এবার পুলিশকে আরও নৃশংসভাবে হামলার পরিকল্পনা! এসএসসি অভিযানের নামে শহরে অশান্তি ছড়ানোর ছক! পুলিশ আটকাতে গেলেই সকেট ও পেট্রোল বোমা মেরে সবকিছু জ্বালিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত! গোটা কলকাতায় আগুন জ্বালানোর ষড়যন্ত্র!

সোমবার আদালতের নির্দেশ অমান্য করে এসএসসি অভিযানের ডাক দিয়েছে চাকরি-জটে আটকে থাকা শিক্ষকদের সংগঠন। সেই 'বেআইনি' অভিযানে পুলিশকে

সাংবাদিক বৈঠকে ডিসি অনীশ সরকার।

পাথর, পেট্রোল ও সকেট বোমা মারার নোংরা চক্রান্তের চক্রান্ত ফাঁস করল বিধাননগর পুলিশ। দুই ব্যক্তির কথোপকথনের অডিও ক্লিপিংসেই বেরিয়ে পড়ল এসএসসি ভবনে যাওয়ার নামে আসলে শহরে চূড়ান্ত অশান্তি ছড়ানোর ভয়ানক ষড়যন্ত্র চলছে। ব্যাগে করে জামা-কাপড় নয়, পাথর-বোমা নিয়ে যাওয়ার ছক কষছে আন্দোলনকারীরা। রবিবার সাংবাদিক বৈঠকে দীর্ঘ ৬ (এরপর ১০ পাতায়)

এসআইআর প্রশ্নে জবাব দিতে পারল না নির্বাচন কমিশন

প্রতিবেদন : বিরোধীদের অভিযোগের কোনও সুনির্দিষ্ট জবাবই দিতে পারল না নির্বাচন কমিশন। বোঝাই গেল, কোনও সদুত্তরই নেই তাদের কাছে। শুধুই কিছু গোল গোল কথা আর শাক দিয়ে মাছ ঢাকার অপচেষ্টা। এককথায়, রবিবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সাংবাদিক সম্মেলনে শুধুই শোনা গেল নিজেদের সাফাই-সর্বস্ব বুলি। এবং অবশ্যই মিথ্যাচার। বিজেপির হুকুমে নিজেদের নিরপেক্ষতা জলাঞ্জলি দিলেও আশ্চর্যজনকভাবে জ্ঞানেশ কুমার দাবি করে বসলেন, নির্বাচন কমিশনের চোখে সবাই সমান। কোনও দলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে না কমিশন। তবে বাংলায় যে এসআইআর হচ্ছে, তা জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। কিন্তু কবে, তা সুনির্দিষ্টভাবে জানাননি। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শুধুমাত্র বললেন, (এরপর ১০ পাতায়)

৩ বছর পর পুনর্গণনায় জয়ী বিরোধীরা

প্রতিবেদন : মোদি-শাহর ইভিএম জালিয়াতি প্রকাশ্যে। এতদিন যা ছিল বিরোধীদের অভিযোগ, সেটাই এবার হাতেনাতে ধরিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। স্পষ্ট হল, বিরোধীদের অবাক করে দিয়ে বিজেপি রাজ্যে রাজ্যে বহু জায়গায় জিতেছিল বিগত কয়েকটি নির্বাচনে। একটু খতিয়ে দেখলেই বোঝা যেত পুরোটাই

ইভিএম জালিয়াতি প্রমাণ হল আদালতে

আসলে জালিয়াতি। যেমন হল হরিয়ানার পঞ্চায়েতে। মোহিত কুমার তিন বছর আগে পঞ্চায়েত ভোটে হেরে যান। এরপর বোর্ড গঠন করে তাঁর বিরোধী দল কাজ শুরু করে দেয়। (এরপর ১২ পাতায়)

তারিখ অভিধান

১৭৯৪ জন ক্লার্ক মার্শম্যান (১৭৯৪-১৮৭৭) ইংল্যান্ডের ব্রিস্টল শহরে জন্ম নেন। ইংরেজ সাংবাদিক। শ্রীরামপুর ত্রয়ীর অন্যতম জোশুয়া মার্শম্যান তাঁর বাবা। ১৮১৮ খ্রিঃ জন ক্লার্ক মার্শম্যান তাঁর বাবার সঙ্গে যৌথভাবে দিগ্‌দর্শন নাম দিয়ে প্রথম বাংলা মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এর খুব অল্প সময় পরেই তাঁরা সমাচার দর্পণ নামে একটি সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্রিকা প্রকাশনা শুরু করেন, যা ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের প্রথমার্ধে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য সম্পাদিত বেঙ্গল গ্যাজেটি-এর সঙ্গে

যুগ্মভাবে বাংলার সর্বাপেক্ষা পুরোনো সংবাদপত্রের গৌরব ধারণ করেছিল। এর পর শ্রীরামপুর মিশন ১৮২১-এ 'ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া' নামে একটি ইংরেজি পত্রিকাও প্রকাশ করতে থাকে যেটি এত জনপ্রিয় হয় যে ঊনবিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ সময় জুড়ে ইউরোপীয়দের মনে 'শ্রীরামপুর' আর 'ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া' কথা দুটো সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৮৭৫ তে 'ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া' আরও একটি সংবাদপত্র 'দ্য ইংলিশম্যান'-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে 'দ্য স্টেটসম্যান' পত্রিকার জন্ম দেয়।

১৯৪৫ এদিন তাইহোকুতে বিমান দুর্ঘটনার ফলে সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু হয়েছে, এই সংবাদ প্রচারিত হয়। ২০১৫-এ আজকের দিনেই রাজ্য সরকার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর বিষয়ে কলকাতা পুলিশ ও পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের হেফাজতে থাকা ৬৪টি ফাইল প্রকাশ করে। তাইহোকুতে বিমান দুর্ঘটনার পর কী হয়েছিল? মানুষের সত্য জানার অধিকার আছে, দাবি জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯৪৫ সরলা দেবী চৌধুরানি (১৮৭২-১৯৪৫) প্রয়াত হন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বিশিষ্ট বাঙালি বুদ্ধিজীবী। এলাহাবাদে ভারতের প্রথম মহিলা সংগঠন ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতীয় নারীদের উন্নয়নের স্বার্থে স্ত্রীশিক্ষা-সহ অন্যান্য বিবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করে এই সংগঠন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে শাখা বিস্তার করে। তিনি প্রতাপাদিত্য উৎসব শুরু করেন। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৮০ দেবব্রত বিশ্বাস (১৯১১-১৯৮০) পরলোক গমন করেন। স্বনামধন্য রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়ক ও শিক্ষক। ১৯৬৪ থেকে বিশ্বভারতী সঙ্গীত সমিতির সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়ন বিষয়ে তাঁর মতভেদ শুরু হয়। মতভেদ তীব্র হলে তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়াই বন্ধ করে দেন। ১৯৭১-এর পর থেকে আর তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীত রেকর্ড করেননি। শেষ রেকর্ড এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাঁরই রচিত ও সুরারোপিত একটি গান— 'ক্যারে হেরা আমারে গাইতায় দিল না/আমি বুঝতাম পারলাম না/এই কথাডা তো ব্যাবাকের আসে জ়ানা/জ়াইন্যা হুইন্যাও কেউ কিসু রাও করে না।' এই কারণে শিক্ষিত মহলে বিশ্বভারতীও কম সমালোচিত হয়নি। ২০০১-এ ভারতে রবীন্দ্ররচনার কপিরাইট বিলুপ্ত হলে তাঁর বহু অপ্রকাশিত ও অননুমোদিত গান প্রকাশিত হয়। দীর্ঘ রোগভোগের পর কলকাতাতেই নিজ বাসভবনে দেবব্রত বিশ্বাসের মৃত্যু হয়। তাঁর আত্মজীবনী 'ব্রাত্যজনের রুদ্ধসংগীত'।

১৮৯৮ রামতনু লাহিড়ী (১৮১৩-১৮৯৮) এদিন কলকাতায় মারা যান। শিক্ষক, সংস্কারক ও শিক্ষাসংগঠক ও বাঙালি সমাজ সংস্কারক। কৃষ্ণনগরের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে তখন রীতিমতো ব্রাহ্মসমাজের জোয়ার বইতে শুরু করেছে। শহরের বুকে ব্রাহ্মধর্মভাবাপন্ন মানুষদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে একের পর এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। একদিকে বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহের মতো সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। অন্যদিকে, ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ডিরোজিওর শিষ্য রামতনু লাহিড়ী-সহ বিভিন্ন শিক্ষিত ও মুক্তমনা মানুষের সংস্পর্শে এসে শহরে এক শ্রেণির নব্যদল তৈরি হতে থাকল। যাঁরা বিভিন্ন সামাজিক কুসংস্কার, জাতিভেদের বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করলেন। গোঁড়া হিন্দুসমাজ রামতনু লাহিড়ী, ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়দের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে সক্রিয় হল। আর সেটা করতে গিয়ে তাঁরা আশ্রয় নিল নানান অপপ্রচারের। শুরু হল সামাজিক নির্যাতন। যার হাত থেকে রেহাই পেলেন না নব্যদলের পরিবারও। শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণনগর শহর ছাড়তে হয়েছিল বাংলার নবজাগরণের অন্যতম প্রাণপুরুষ রামতনু লাহিড়ীকে।

১৯০০ বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত (১৯০০-১৯৯০) এলাহাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। জওহরলাল নেহরুর বোন ও ইন্দিরা গান্ধীর পিসি। প্রথম ভারতীয় নারী ক্যাবিনেট মন্ত্রী। সোভিয়েত ইউনিয়ন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশে ভারতের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। তিনি রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রথম মহিলা সভাপতি। ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হওয়ায় বিজয়লক্ষ্মী সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর নেন।

নজরকাড়া ইনস্টা

■ কোয়েল

■ দেব

■ রুক্মিণী

পার্টির কর্মসূচি

হুগলি জেলা তৃণমূল জয় হিন্দ বাহিনীর পক্ষ থেকে ২৩ অগাস্ট কলকাতায় গান্ধীমূর্তির পাদদেশে চলো দলীয় কর্মসূচির সমর্থনে প্রস্তুতিসভায় উপস্থিত রয়েছেন সভাপতি সুবীর ঘোষ-সহ নেতৃত্ব।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৪৭৭

১	■	■	২		৩		৪
৫				■		■	
	■	■	৬			■	
৭		৮		■		■	■
■	■		■	৯			১০
১১	■	১২			■	■	
	■		■	১৩			
১৪					■	■	

পাশাপাশি : ২. কুলপরিচায়ক ৫. সর্বদা, কেবলই ৬. পাঁচ সের ওজনের বাটখারা ৭. রবিনন্দন ৯. মিষ্টি লেবু ১২. বধ, নিধন ১৩. গরুড় ১৪. সাবালক অবস্থা, যৌবন।

উপর-নিচ : ১. ফণাযুক্ত সাপ ২. ছাতা ৩. চৌকো ছিদ্রওয়ালা ৪. গালিগালাজ ৮. যে ঘটনায় পুলিশের হস্তক্ষেপ প্রয়োজনীয় ৯. আয়তন ১০. জীবিকা, পেশা ১১. এতেই স্বভাব নষ্ট হয়।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৪৭৬ : পাশাপাশি : ১.ফলাও ৩. পরাভব ৫. রসিকতাচ্ছলে ৭. লপটা ৮. ইমান ১০. উত্তমমধ্যম ১২. দন্তাবল ১৩. ইস্তক। **উপর-নিচ:** ১. ফলাফল ২. ওভারটাইম ৩. পদক ৪. বদলে ৬. তালইমশাই ৯. নরলোক ১০. উচ্ছেদ ১১. মঞ্জুল।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার শহর

18 August, 2025 • Monday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
১৮ অগাস্ট ২০২৫
সোমবার

বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ধরে সাঁতার কাটতে গিয়ে ঝিলে ডুবে মৃত্যু যুবকের। রবিবার হাওড়ার বালিটিকুরি ইএসআই হাসপাতাল সংলগ্ন ঝিলের ঘটনা। মৃতের নাম মহঃ সুফিয়ান (২২)

১৩,৮১৬ থেকে বাড়িয়ে মোট ৯৪,৪৯৭টি বুথ করার প্রস্তাব

প্রতিবেদন : নির্বাচন কমিশনের বুথ প্রতি সর্বোচ্চ ভোটার সংখ্যার নিয়ম বদলের জেরে রাজ্যে ১৩ হাজার ৮১৬টি ভোট বুথ বাড়তে চলেছে। রাজ্যের সমস্ত জেলা থেকে জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের পাঠানো তালিকা অনুযায়ী এই তথ্য সামনে এসেছে। রাজ্যে বর্তমানে ভোট বুথের সংখ্যা ৮০ হাজার ৬৮১। জেলাশাসকদের পাঠানো তালিকা অনুযায়ী বর্তমান বুথ সংখ্যার সঙ্গে বর্ধিত বুথ যোগ হলে রাজ্যে মোট ভোট বুথের সংখ্যা দাঁড়াবে ৯৪ হাজার ৪৯৭। নিয়ম অনুযায়ী রাজ্যের এই বুধ বিন্যাসের নয়া তালিকা ইতিমধ্যেই স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে পাঠিয়েছে রাজ্যে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর। রাজনৈতিক দলগুলির মতামত জানতে সর্বদল বৈঠক ডাকা হবে। রাজনৈতিক দলগুলির পরামর্শ অনুযায়ী জেলাশাসকদের রিপোর্ট ও রাজনৈতিক দলগুলির রিপোর্টের সমন্বয়ে চূড়ান্ত তালিকা নির্ধারিত হবে এবং সেই রিপোর্ট পাঠিয়ে দেওয়া হবে নির্বাচন কমিশনে। তারপর রাজ্যের ভোট বুথের সংখ্যা নির্ধারণ করে বিজ্ঞপ্তি আকারে নির্বাচন কমিশন রাজ্যের নয়া বুথ বিন্যাস ঘোষণা করবে। সবকিছু ঠিকঠাক চললে আগামী বুধবার রাজ্যের স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলিকে নিয়ে সর্বদল বৈঠক বসতে চলেছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে। এতদিন একটি বুথে সর্বাধিক ১৫০০ ভোটার ভোটদান করতে পারতেন। কালীগঞ্জ বিধানসভার উপনির্বাচন থেকেই নয়া নিয়ম চালু করে নির্বাচন কমিশন। একটি বুথে সর্বাধিক ১২০০ ভোটার ভোট দান করতে পারবেন। কালীগঞ্জ বিধানসভার উপনির্বাচনের পর একই নিয়মে বিহার বিধানসভা নির্বাচনের জন্য ভোট বুথে বিন্যাস করা হয়েছে। ২০২৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ-সহ যে রাজ্যগুলিতে বিধানসভার নির্বাচন রয়েছে সেখানেও একই নিয়মে ভোট বুথের বিন্যাস হবে। বলা ভালো, দেশজুড়ে সমস্ত নির্বাচনেই এই অভিন্ন নীতি বজায় থাকবে।

জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের পাঠানো রিপোর্ট অনুযায়ী প্রাথমিকভাবে রাজ্যে ১৩ হাজার ৮৫৩টি বুথ নতুন করে তৈরির প্রয়োজনীয়তার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সার্বিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে রাজ্য জুড়ে ৩৭টি বুথ সংযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পাশাপাশি ১,২৫৩টি বুথের পরিকাঠামো নতুনভাবে তৈরি করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। রাজ্যে ৭০৩টি বুথ স্থানান্তরের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে জেলাস্তরের রিপোর্টে। রাজ্যে বর্তমানে ৮০,৬৮১টি বুথ রয়েছে। জেলাশাসকদের প্রস্তাবিত বুথ সংযুক্তিকরণের ফলে রাজ্যে বর্তমানে মোট বুথ সংখ্যা হবে ৯৪ হাজার ৪৯৭।

অর্থাভাবে থেমে থাকবে না মেধা, ৪০ জনকে বৃন্দাবন মাতৃমন্দির স্কলারশিপ

■ বৃন্দাবন মাতৃমন্দির আয়োজিত স্কলারশিপ প্রদান অনুষ্ঠানে কৃতীদের স্কলারশিপ তুলে দিলেন প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষ, মেয়র পারিষদ সন্দীপন সাহা, কাউন্সিলর অরূপ চক্রবর্তী, সুমন ভট্টাচার্য প্রমুখ। রবিবার সুকিয়া স্ট্রিটে।

প্রতিবেদন: অর্থাভাবে পিছিয়ে পড়া মেধাবীদের জন্য ফের এগিয়ে এল বৃন্দাবন মাতৃমন্দির। গত একদশক ধরে দুর্গোৎসবের পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতার পরিচয়ও দিয়েছে সুকিয়া স্ট্রিটের বৃন্দাবন মাতৃমন্দির। একাদশ বর্ষে ৪০ জন আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মেধাবী পড়ুয়ার হাতে তুলে দেওয়া হল দশ হাজার টাকা করে স্কলারশিপ। নিট পরীক্ষায় সাফল্য পাওয়া মুর্শিদাবাদের প্রথম বর্ষের এমবিবিএস ছাত্র সইদ আনোয়ার পেলেন 'ডাঃ কল্যাণ কুমার ঘোষ স্মৃতি স্কলারশিপ'। মাধ্যমিকে কৃতিত্বের জন্য ট্যাংরার হেয়ার স্কুলের প্রত্যুশ ধারাকে দেওয়া হল 'মনিকা ঘোষ স্মৃতি স্কলারশিপ'। দু'টি বৃত্তিই প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদ কুণাল ঘোষের বাবা-মায়ের নামে প্রবর্তিত। অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে কুণাল ঘোষ বলেন, বাবা-মা মারা যাওয়ার পর বাৎসরিক কাজ হয়েছে। সময়ের সঙ্গে ব্যস্ততার সঙ্গে সেগুলো আর হয়ে ওঠে না হয়তো অনেকেরই। কিন্তু বৃন্দাবন মাতৃমন্দির এই যে আয়োজন করে দিয়েছে তাতে ওই মন্ত্র পড়ে বাৎসরিক কাজ, এখানে স্কলারশিপ দেওয়ার মধ্যে দিয়ে পূরণ হয়ে গিয়েছে। দশ বছর আগে মাত্র চল্লিশ হাজার টাকার বৃত্তি দিয়ে কর্মসূচি শুরু হয়েছিল। এখনও পর্যন্ত প্রায় ৩০০ মেধাবী পড়ুয়া এই প্রকল্প থেকে উপকৃত হয়েছে।

স্থায়ী উপাচার্য : আজ শুরু বৈঠক

প্রতিবেদন : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঠানো নামের তালিকাকে মান্যতা দিয়ে রাজ্যের ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের জন্য কলকাতায় বসছে তিনদিনের বৈঠক। আজ, সোমবার থেকে শুরু সেই বৈঠক। সুপ্রিম কোর্টের গড়া ইউ ইউ ললিতের নেতৃত্বে ৫ জনের সার্চ কমিটি এই বৈঠকে উপস্থিত থেকে উপাচার্যদের নাম চূড়ান্ত করবে। চূড়ান্ত হওয়া একজনের নাম পাঠানো হবে রাজ্যপালের কাছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ, ২৮ অগাস্টের মধ্যে রাজ্যের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের কাজ শেষ করতে হবে। উল্লেখ্য, প্রায় এক বছর আগেই রাজ্যের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগে মুখ্যমন্ত্রী রাজভবনে নামের তালিকা পাঠিয়েছিলেন।

অস্ত্রের কোপ

সংবাদদাতা, বারুইপুর : মধ্যরাতে বাইক আটকে দুষ্কৃতী হামলা। হাতাহাতি-বচসার মাঝেই বারুইপুরের মাদারাটে বাইক আরোহীকে ধারালো অস্ত্রে হামলা চালাল তিন দুষ্কৃতী। রক্তাক্ত অবস্থায় যুবককে তাঁর দুই সঙ্গী বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন।

বাংলা-বাঙালির বিরুদ্ধে বিজেপির চক্রান্ত

গণমঞ্চে প্রতিবাদে বিশিষ্টরা

■ কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠকে দেশ বাঁচাও গণমঞ্চের প্রতিনিধি ও বিশিষ্টরা। রবিবার।

প্রতিবেদন : বাংলা-বাঙালিকে ফের গোটা দেশের সামনে অপদস্থ করার নতুন ষড়যন্ত্র শুরু করেছে বিজেপি। ছাব্বিশের ভোটে বাংলায় বিজেপির ভরাডুবির আশঙ্কায় এবার সিনেমার মাধ্যমে বিকৃত ইতিহাস প্রচার। লক্ষ্য, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তৈরি করে বাংলাকে অশান্ত করার অপচেষ্টা! বিজেপি ও আরএসএসের এই পরিকল্পিত চক্রান্তের বিরুদ্ধে রবিবার তীব্র প্রতিবাদ জানাল দেশ বাঁচাও গণমঞ্চ। রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসুর নেতৃত্বে কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে নতুন নতুন পন্থায় বাংলাবিদ্বেষী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেয় গণমঞ্চ। বিজেপি-আরএসএস যেভাবে বারবার বাংলার বিরুদ্ধে কুৎসা রটাতে উঠেপড়ে লেগেছে, তার বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন পরিচালক গৌতম ঘোষ, হরনাথ চক্রবর্তী, অনন্যা চক্রবর্তী, সৈকত মিত্র, রন্তিদেব সেনগুপ্ত, সুমন ভট্টাচার্যরা। বাংলার গৌরবময় ইতিহাস স্মরণ করিয়ে ভিডিও বার্তায় জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত পরিচালক গৌতম ঘোষ বলেন, ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার সময় হওয়া দেশভাগে কি আদৌ ভারত ভাগ হয়েছিল? ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে বাংলা-পাঞ্জাবের মানুষ সবচেয়ে বেশি লড়াই করেছিলেন, তাঁদেরই ভাগ করা হল। দীর্ঘদিন ধরে বাংলাকে বহুবার অপদস্থ করার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু পারেনি। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বাংলা ভাষাকেও অপদস্থ করার চক্রান্ত হচ্ছে। কিন্তু বাংলাকে হেনস্থা করা আগেও সম্ভব হয়নি, ভবিষ্যতেও হবে না। বিজেপি-আরএসএসের চক্রান্তে পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রীর প্রোপাগান্ডামূলক ছবি বেঙ্গল ফাইলস-এর মাধ্যমে বাংলায় সাম্প্রদায়িক হিংসা ছড়ানোর ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে এদিন তীব্র ক্ষোভ উগরে দেয় গণমঞ্চ। সংগঠনের সাফ বক্তব্য, এই ছবি বাংলা ও বাঙালির অপমান। একটা রাজনৈতিক দলের পরিকল্পিত চক্রান্ত। গবেষণা না করে, ভুল তথ্য পরিবেশন করে একটা মিথ্যাকে ক্রমাগত গোয়েবেলসীয় কায়দায় সত্যি প্রমাণ করার অপচেষ্টা চলছে। বিজেপির মদতপুষ্ট এই পরিচালকের ক্ষমতা থাকলে মণিপুর ফাইলস, গুজরাট ফাইলস তৈরি করুন। সত্যি কথা বলতে শিখুন, তাহলেই বোঝা যাবে আপনার বিবেক জাগ্রত। নইলে বুঝতে হবে, শুধু বিজেপির কথাতেই আপনার বিবেক জাগে, বাকি সময় ঘুমিয়ে থাকে।

গণেশ হালুইয়ের ছোঁয়ায় আরও সমৃদ্ধ বেলেঘাটা ৩৩ পল্লির থিম

প্রতিবেদন: তিনি নিজেই একজন ভগবানের অপরূপ সৃষ্টি। তিনি এমন একজন শ্রষ্ঠা যার অমর সৃষ্টি ছড়িয়ে আছে গোটা পৃথিবীর সব আর্ট মিউজিয়ামেই। এবার এই প্রথম বাংলায় দেখা যাবে কিংবদন্তি গণেশ হালুইয়ের ভাবনার রূপায়ণ। এবছর বেলেঘাটা ৩৩ পল্লিতে দেখা যাবে গণেশ হালুইয়ের চোখে দেবীর চিন্ময়ী রূপ। তাই এবার পায়ে পায়ে বেলেঘাটা ৩৩ পল্লিতে পৌঁছে গেলেই সাক্ষী থাকতে পারবেন গণেশ হালুইয়ের আরও এক স্বর্গীয় সৃষ্টির।

এবারে বেলেঘাটা ৩৩ পল্লির থিমের দায়িত্বে রয়েছেন শিল্পী শিবশঙ্কর দাস। কথায় বলে, জহুরি জহর চেনে। তাই এবার নিজের ভাবনাকে ঐশ্বরিক রূপ দিতে আর এক শিল্পীর দ্বারস্থ হয়েছেন শিবশঙ্কর। গণেশ হালুইয়ের শিল্প ভাবনাকে তাই তিনি নিজের কাজের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন।

এবার ২৫ বছরের পূর্তিতে থিম 'তিন শর্ত তিন তিন'। তবে শিল্পীকে রাজি করানোর বিষয়টি মোটেই সহজ ছিল না। কিন্তু এই অসাধ্যকে সাধন করেছেন শিবশঙ্করবাবু। তিনি বলছেন, এর আগেও বহুবার পুজোতে তাঁকে রাজি করানোর চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু ৯০ ছুঁই ছুঁই এই শিল্পীকে কিছুতেই রাজি করানো সম্ভব হয়নি। তবে এবারে তিনি শিল্পীর ভাবনা শুনতে রাজি হন। আর এতেই প্রায় খুলজা সিম সিম অবস্থা শিবশঙ্করের। এর পরেই গণেশ হালুইকে মন দিয়ে নিজের ভাবনা শোনালেন শিবশঙ্কর। কিংবদন্তিরও সেই ভাবনা পছন্দ হল। ব্যস, শিবশঙ্করকে আর পায় কে। অসুস্থ বর্ষীয়ান শিল্পী এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তবে সেই শয্যাতে শুয়ে শুয়েই তিনি এঁকে দিয়েছেন দেবী মূর্তির প্রতিকৃতি। কেবল প্রতিমার প্রতিকৃতি নয়, যেখানে ঠাকুর বসবে তার ডান-বাম-উপর-নিচ— সবটাই করে দিয়েছেন। শোনা যাচ্ছে, নিজেই প্রতিমায় রংও করতে পারেন গণেশ হালুই। বেলেঘাটা ৩৩ পল্লির পুজো এমনিতেই জনপ্রিয়। তবে এবার গণেশ হালুইয়ের ছোঁয়ায় তা হবে আরও সমৃদ্ধ। যা এই পুজোর ইতিহাসের পাতায় এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্পাদকীয়

18 August, 2025 • Monday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

উলটো গুনতি

এ কোন জঙ্গলের রাজত্বে আমরা বাস করছি। এ কোন হিংসার রাজত্বে আমরা বাস করছি। এ কোন ভারত যারা নিজেদের মধ্যে লড়াই শুরু করেছে? মুর্শিদাবাদের গরিব শ্রমিক। কাজ করতে গিয়েছিল অন্ধ্রপ্রদেশে। থাকত ঝুপড়িতে। বৃষ্টিতে সব ভেসে যেতে পারে। তাই অন্ধ্রের ঠিকাদারকে বলেছিল পাওনা টাকাগুলো গচ্ছিত রাখতে। বাড়ি আসার সময়ে নেবে। এবার বাড়ি আসার সময় জমানো টাকা চাইতেই গোলমাল শুরু। বচসা শুরু। শেষে খুন হতে হল বছর ৩২-এর মুর্শিদাবাদের কাদের শেখকে। ভাবা যায়! দেশটা প্রতিহিংসায় কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে! হিংসার বীজটা পুঁতেছে বিজেপি নিজেদের বাঁচাতে। রাজনৈতিকভাবে দীন দলটার নতুন কিছু দেওয়ার নেই। তাই শেষ অস্ত্র মানুষে-মানুষে বিভেদ তৈরি করে ফায়দা তুলতে নেমেছে। এই যে রাজ্যে-রাজ্যে বিভেদ-হিংসার প্রাচীর তোলা হচ্ছে, একদিন এই আগুনেই পুড়ে খাক হবে বিজেপি। উলটো গুনতি শুরু হয়ে গিয়েছে বিজেপির।

e-mail থেকে চিঠি

জ্বালাতনে সরকার আর নেই দরকার

শুরু হয়েছিল নোটবন্দি দিয়ে। এখন চলছে এসআইআর। একের পর এক ধাক্কায় দেশবাসী হাঁপিয়ে উঠেছে। এ-রাজ্যে বিধানসভা ভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অনুপ্রবেশের আতঙ্ক ছড়ানো শুরু করেছেন। তাঁর এই অনুপ্রবেশের গল্পের জেরে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হচ্ছে বাংলা এবং বাঙালিরা। 'মুসলিম' বিষয়টা দিয়ে তাঁর গেরুয়া শিবির দেশবাসীকে এমন অন্ধ করে দিতে চাইছে যে, যেখানে যা মিলছে, সেটাকেই চেপে ধরে রাজনীতির অস্ত্র বানিয়ে শান দেওয়া চলছে। অন্ধ না হলে বাংলায় লেখা সরকারি পরিচিতিপত্র নিয়ে পুলিশ বলতে পারে, এটা বাংলাদেশি ভাষা, বাংলাদেশে চলে যাও? অন্ধ না হলে বিনা তদন্তে শ্রমজীবী মানুষদের ও তাঁদের পরিবারকে তুলে নিয়ে আটকে রাখে দিনের পর দিন? জোর করে সীমান্তের ওপারে ঠেলে দেওয়া যায়? বাংলা ও বাঙালির উপর আজ যে দেশজোড়া আক্রমণ, তার প্রধান কারণ, বাঙালির সঙ্গে মুসলিম পরিচয় আজ যেন এক হয়ে যাচ্ছে। এই ভাবনা থেকেই দিল্লিতে অমিত মালব্য বলেন, বাংলা বলে কোনও ভাষা নেই, আছে কেবল বাংলাদেশি ভাষা। সেই সুরে শান দিয়ে ৭৯তম স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লা থেকে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন, অনুপ্রবেশকারীদের জন্য দেশের জনবিন্যাস বদলে যাচ্ছে। নতুন 'জনবিন্যাস অভিযান'-এর মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করা হবে। দেশবাসী এতদিন জানত, ভোটার কার্ড দিয়ে ভোট দেওয়া যায় এবং আধার কার্ডের মাধ্যমে রাষ্ট্রের কাছ থেকে প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়। ভাবুন একবার, এই আধার কার্ড কত জরুরি, এতদিন ধরে এই দাবি রাষ্ট্রের তরফে শোনা গিয়েছে। শোনা গিয়েছে এই আবশ্যিক পরিচিতিপত্র সব কাজের ক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য 'ইউনিক আইডি'। সেই আধার-কে নাগরিকের পরিচিতির ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল, এসআইআর বা নিবিড় ভোটারতালিকা সংশোধনের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তাতে এই দুই পরিচিতিসূচক কাগজই নাকি পর্যাপ্ত নয়। এসব তুঘলকি ভাবনায় রোজ রোজ বাংলাকে বাঙালিকে বিব্রত করাই বুঝি শাসক শিবিরের একমাত্র কাজ! এসআইআর ভোটার তালিকার বিষয় অতিক্রম করে নাগরিকত্বের পরীক্ষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ, তাকিয়ে দেখুন, বিহারে এসআইআর-এর প্রাথমিক কাজ হয়ে গিয়েছে। বিহারে বিধানসভা ভোটের আগেই অত্যল্প সময়ের মধ্যে অভিযান চালিয়ে, যেভাবে ৬৫ লক্ষ লোককে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, তাতে সংশোধন প্রক্রিয়ার অভিমুখ নিয়েই বিপুল সন্দেহের বাতাবরণ চারদিকে। প্রশ্ন উঠেছে তাহলে ঘটা করে কোটি কোটি টাকা খরচ করে আধার কার্ড তৈরির প্রয়োজন কী ছিল? শেষ পর্যন্ত অনেক টালবাহানার পর সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে আধারের ভিত্তিতে আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। আগামী বছর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভোট। মনে রাখা দরকার, ভোটার তালিকা সংশোধনের মাধ্যমে বৈধ ভোটার নির্ধারণ করার অর্থ এই নয় যে, শাসকের ইচ্ছামতো ও সুবিধামতো দেশের মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া যায়। সেই চেষ্টা হলে, নোটবন্দির মতোই ফের মুখ থুবড়ে পড়বেই পড়বে মোদিজির 'জনবিন্যাস অভিযান'!

— **অমিতেশ দাস, কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

মোদির বক্তৃতায় রামকৃষ্ণ মিশন নেই কিন্তু আরএসএস আছে বিপুল ভাবে

কেন? এটা কি বাংলার প্রতি বিদ্বেষভাবের প্রকাশ? নাকি রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের প্রতি বীতরাগ? নাকি অন্য কোনও স্বার্থের প্রণোদনা? খুঁজে দেখলেন **সাগ্নিক গঙ্গোপাধ্যায়**

লালকেল্লায় মোদিজি বলেছেন, স্বাধীনতা দিবসে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে (এখানে ভোট চুরির প্রসঙ্গ সৌজন্যের কারণে অনুল্লিখিত) বলেছেন, "পরবর্তী ১০ বছরে, ২০৩৫ সালের মধ্যে আমি জাতীয় সুরক্ষা কবচকে আরও বিস্তৃত, শক্তিশালী এবং আধুনিক করার ব্রত নিচ্ছি। আর সেজন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়ে সুদর্শন চক্রের পথই বেছে নিতে চলেছি আমরা। দেশ শীঘ্রই সুদর্শন চক্র মিশন প্রস্তুত করবে।"

তিনি আরও বলেন, "প্রধানমন্ত্রী বিকশিত ভারত রোজগার যোজনায় দু'বছরে সাড়ে তিন কোটি চাকরির সুযোগ তৈরি হবে। বেসরকারি সংস্থা-প্রতিষ্ঠানের প্রথমবারের কর্মীদের দুটো কিস্তিতে এক বছরের জন্য সর্বোচ্চ ১৫ হাজার টাকার উৎসাহ ভাতা মিলবে। প্রত্যেক নতুন কর্মীর নিয়োগ পিছু সংস্থা কর্তৃপক্ষও মাসে সর্বোচ্চ ৩ হাজার টাকা করে উৎসাহ ভাতা পাবে।"

ক্ষমতায় আসার আগে তিনি বছরে দু'কোটি চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। দেশ জানে, যুব সমাজ জানে তার একবর্ণও রক্ষা করা হয়নি। দশ লক্ষ সরকারি পদ ফাঁকা। রেলের একটা বড় কাজ আউটসোর্সিং হয়ে বেসরকারি হাতে। বেকারত্ব ৪৫ বছরের রেকর্ড ভেঙেছে। তাঁর নোট বাতিলের কুনাট্য কালো টাকা খতম করতে ব্যর্থ হয়েছে। তবু লালকেল্লায় দাঁড়িয়ে তিনি জেনেশুনে আবার একটা গুল দিলেন। বললেন, আগামী দিনে কেউ বেসরকারি চাকরি পেলে এবং তার নাম ইপিএফওতে নথিভুক্ত হলেই ১৫ হাজার টাকা দেবে সরকার। এই টাকা দেওয়া হবে দুই কিস্তিতে। প্রথমটা ইপিএফওতে নথিভুক্তির ৬ মাস পর আর দ্বিতীয়টি বছর ঘুরলে। যিনি চাকরি দেবেন তাঁর জন্যও কিছু সুবিধার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এই প্রকল্পের গালভরা নাম দেওয়া হয়েছে 'প্রধানমন্ত্রী বিকশিত ভারত রোজগার যোজনা'। সবচেয়ে তাজ্জবের ব্যাপার, এতে নাকি দু'বছরে সাড়ে তিন কোটি নতুন চাকরি হবে।

অপূর্ব সব কথাবার্তা! অতুলনীয় স্বপ্ন সব!

এবং মিথ্যের ফানুস উড্ডীয়ন, নির্দ্বিধ চিত্তে।

কারণ, ইতিমধ্যেই ঘোষিত এমপ্লয়মেন্ট লিঙ্কড ইনসেনটিভ স্কিম (ইএলআই)। এটা ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের বাজেটে ঘোষণা করেছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। ১ জুলাই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাও তাতে অনুমোদন দিয়েছে। লালকেল্লার ভাষণে প্রধানমন্ত্রী প্রকল্পের নতুন নাম দিয়েছেন শুধু।

মোদ্দা কথা, ফের এক লক্ষ কোটির জুমলা! ১১ বছর পরেও মোদিজি সেই পুরনো জুমলা আঁকড়ে। পিএম ইন্টার্নশিপ স্কিমে সাড়া মেলেনি। মাত্র সাড়ে ৯ হাজার ইন্টার্ন যোগ দিয়েছেন। অথচ মোদি সরকার কর্মসংস্থানের ঘোষণা করেই চলেছেন।

এসব মিথ্যাচার তো প্রায় সর্বজ্ঞাত বিষয়। এবার লালকেল্লায় মোদির ভাষণে নয়া সংযোজন আরএসএস।

আরএসএস এদেশের বৃহত্তম এনজিও। মোদির বক্তব্য।

আরএসএসের শতবর্ষ সমাগত। আর, রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা ১৮৯৭ সালের ১ মে। ২০২৫-এ প্রতিষ্ঠানের ১২৮ বছর চলছে।

সেই প্রেক্ষিতে আমাদের জিজ্ঞাসা, ঝড়, তুফান, বন্যা, ধস, ভূমিকম্প-সহ যে কোনওরকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা মানবিক বিপর্যয় মোকাবিলায় এদেশে রামকৃষ্ণ মিশনের আগে কেউ নেই। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের প্রসারেও আজ স্বামী বিবেকানন্দের এই প্রতিষ্ঠান অপ্রতিদ্বন্দ্বী। শিব জ্ঞানে জীব সেবার যে ধ্রুবপদ বেঁধে দিয়ে গিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ, শতবর্ষ পেরিয়েও তা আজও সঞ্চারিত সংগঠনের রক্তে মজ্জায়। অথচ সেই রামকৃষ্ণ মিশন অনুলেখিত প্রধান মন্ত্রীর লালকেল্লার ভাষণে।

কেন?

এর কারণ দুটো হতে পারে।

এক, রামকৃষ্ণ মিশনের হিন্দুধর্ম বিদ্বেষ, বিভাজন, বিভেদের কথা বলে না। ভোটের কথা বলে না। ঠাকুর স্বামীজির আদর্শ সব অর্থেই 'ইনক্লুসিভ', সবাইকে নিয়ে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করাই একমাত্র লক্ষ্য। ক্ষমতা দখলের ভোটের কড়ি কেনার জন্য নয়। তাই মোদির 'চৈতন্য' হয়েও হয় না। অথচ উদার আধুনিক হিন্দু ধর্মের একমাত্র প্রতীক শ্রীরামকৃষ্ণ, তাঁর বাণীই হল, 'তোমাদের চৈতন্য হোক'।

দুই, ৫৬ ইঞ্চির ৭৫ বছরে পদার্পণ। ১৭ সেপ্টেম্বর মোদিজির জন্মদিন। সংঘের অনুশাসন মানলে ৭৫ বছরের পর আর সংগঠন কিংবা সরকারের কোনও গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা উচিত নয়। সেটা যাতে না হয়, সেজন্য সংঘকে তুষ্টিকরণের আয়োজন। তাই-ই, আরএসএস আলোচিত, আর সেই আলোচনায় রামকৃষ্ণ মিশন বর্জিত।

এসব মিথ্যাচার তো প্রায় সর্বজ্ঞাত বিষয়। এবার লালকেল্লায় মোদির ভাষণে নয়া সংযোজন আরএসএস।

অপূর্ব বন্দোবস্ত লালকেল্লায় বাহারি পুতুলনাচে।

বাহারি পুতুলনাচ ছাড়া আর কীই-বা বলা যায় এটাকে?

ভোট চোর বলে অভিযুক্ত নরেন্দ্র মোদি তো কখনও গেরুয়া বস্ত্র মুড়ে ধ্যানে বসেন কেদারনাথ, কিংবা কন্যাকুমারীতে। কখনও আবার দামি হ্যাট, জংলা টি-শার্ট আর কার্গো প্যান্টে জঙ্গলসাফারিতে গিয়ে 'ওয়াইল্ডলাইফ ফোটোগ্রাফার' বনে যান। তিনিই আবার দেওয়ালিতে সীমান্তের সেনাশিবিরে যান পাক্কা ফৌজির বেশে। কখনও তাঁর পরনে দশ লাখি স্যুট। লালকেল্লায় ভাষণ দিলেন গুজরাতি ঘরচোলা কাপড়ের পাগড়ি পরে।

এসব নাটক দেখতে দেখতে, সাজের আর সংলাপের 'জুমলা' দেখতে দেখতে, আমরা ক্লান্ত।

ক্লান্তি আমাদের ক্ষমা করো প্রভু।

মিথ্যের তাপে রৌদ্রজ্বালায় শুকায় মালা পূজার থালায়,

সেই ম্লানতা ক্ষমা করো, ক্ষমা করো, ক্ষমা করো প্রভু॥

গেঞ্জি কারখানায় আগুন। রবিবার সকালে এই ঘটনায় চাঞ্চল্য পিয়ারাপুর এলাকায় দিল্লি রোডে। ছুটির দিন হওয়ায় কারখানা বন্ধ ছিল। যার দরুন প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। তবে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে

ভাষা আন্দোলনে তৃণমূল লিগাল সেল। গান্ধীমূর্তির পাদদেশে ধরনা মঞ্চে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, অশোক দেব, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, শুভাশিস চক্রবর্তী, কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরি প্রমুখ। রবিবার।

প্রতিবাদে তৃণমূল লিগাল সেল

প্রতিবেদন : বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে আক্রান্ত হচ্ছে বাঙালি ও বাংলাভাষীরা। বাংলা বললে আটক করা হচ্ছে, হেনস্থা করা হচ্ছে, চলছে মারধর। যার জেরে মৃত্যুও ঘটেছে। এ-রাজ্যের বাসিন্দাদের বাংলাদেশি বলে দেগে দিয়ে বাংলাদেশে পুশব্যাক করার অভিযোগও উঠেছে। বাংলাকে বাংলাদেশি ভাষা বলে চালানোর চেষ্টা করছে বিজেপি। এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে লাগাতার প্রতিবাদে নেমেছে তৃণমূল কংগ্রেস। প্রতিবাদ জানিয়ে পথে নেমেছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও প্রতিবাদে সরব হয়েছেন।

ময়দানে মেয়ো রোডে গান্ধীমূর্তির পাদদেশে কয়েক সপ্তাহ ধরে ধারাবাহিকভাবে প্রতিবাদ ও ধরনা কর্মসূচি পালন করছে তৃণমূল কংগ্রেসের বিভিন্ন শাখা সংগঠন। রবিবারও নির্ধারিত এই কর্মসূচি পালিত হয়। নেতৃত্বে ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের লিগাল সেল। উপস্থিত ছিলেন

পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল কংগ্রেস লিগাল সেলের চেয়ারপার্সন ও মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও বিধায়ক অশোক দেব, আইনজীবী তথা মেয়র পারিষদ বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, প্রাক্তন সাংসদ শুভাশিস চক্রবর্তী, বিশ্বজিৎ দেব, অসিত বসু, কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরি-সহ নেতৃবৃন্দ। সঙ্গে ছিলেন অসংখ্য কর্মী-সমর্থক। বৃষ্টি উপেক্ষা করেই চলল সভা।

কথায় ও গানে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। বলেন, আজ আমরা সত্যজিৎ রায়ের ছবির গান গেয়ে চৌকিদার, পাহারাদারদের বলতে চাই, বাংলা দেশমাতৃকার বন্দনার মন্ত্র দিয়েছে। বন্দেমাতরম হল সেই মন্ত্র। বাংলা জাতীয় সঙ্গীত দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জনগণমন বাংলাই দিয়েছে। এই দুটোই সরকারি ভাবে গৃহীত হয়েছে। না জেনে কারা আবার এসব নিয়ে কত কিছু ট্যুইট করছে। আমি বলছি, ট্যুইট নয়, এবার এদের কুইট করার সময় এসে গিয়েছে। ওরা বলছে, বাংলা বলে নাকি কোনও ভাষা নেই। ওরা জানে না ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম তফসিলের দ্বিতীয় স্থানেই বাংলার নাম লেখা আছে। সভামঞ্চে এরপর সংবিধানের ওই অংশটির একটি কপিও প্রদর্শিত হয়। একই সঙ্গে সংবিধান তৈরির জন্য গঠিত গণপরিষদের ১৫ জন মহিলা সদস্যের নাম ছবি-সহ মন্ত্রী তুলে ধরেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিশ্বজিৎ দেব, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়রা।

জগদীশচন্দ্র বসু স্কলারশিপ পরীক্ষা আগামী ২৪ অগাস্ট

প্রতিবেদন : বিজ্ঞান নিয়ে পড়ার ইচ্ছে থাকলেও অর্থের অভাবে পিছিয়ে আসেন অনেকে। এবার সেই সমস্ত অভাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পাশে দাঁড়াতেই জগদীশচন্দ্র বসু স্কলারশিপ চালু করেছে রাজ্য সরকার। চলতি বছর এই বৃত্তি পাওয়ার জন্য পরীক্ষা হবে ২৪ অগাস্ট। গোটা রাজ্যে ৩৪টি কেন্দ্রে পরীক্ষা হবে। www.jbsnts.ac.in ওয়েবসাইটে যাবতীয় তথ্য দেওয়া হয়েছে প্রতিষ্ঠানের তরফে। যাঁরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন তাঁদের মধ্যে থেকে ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে সিনিয়র বিজ্ঞানী মেধা বৃত্তি এবং শুধুমাত্র আরও ৫০ জন ছাত্রীকে সিনিয়র বিজ্ঞানী কন্যা মেধা বৃত্তি প্রদান করা হবে। এছাড়াও জুনিয়র মেধা বৃত্তি পাবেন বাছাই করা ২০০ জন ছাত্রছাত্রী। এদের সকলকেই চলতি বছর উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান বিভাগে ৭৫ শতাংশ নম্বর নিয়ে পাশ করতে হবে। এই নির্বাচিত ২০০ জন ছাত্রছাত্রীদের মাসিক ভাতা ও বই কেনার টাকা দেওয়া হবে প্রতিষ্ঠানের তরফে।

এক্ষেত্রে আবেদন করতে গেলে ওই পড়ুয়াকে রাজ্য সরকারের অধীনস্থ যে কোনও স্কুল বা কলেজ থেকে ডিগ্রিধারী হতে হবে। আবেদনের বছরেই সংশ্লিষ্ট কোর্স উত্তীর্ণ হতে হবে। রাজ্যের যেকোনও প্রতিষ্ঠান থেকে স্নাতক স্তরে বিএসসি (অনার্স), ইঞ্জিনিয়ারিং বা মেডিসিন নিয়ে পড়তে হবে তাঁকে।

নির্বাচিত স্নাতক পড়ুয়ারা বছরের জন্য প্রতি মাসে ৪ হাজার টাকা করে পাবেন। আর বার্ষিক ৫ হাজার টাকা করে বই কেনার জন্যও পাবেন। প্রতিমাসে ১২৫০ টাকা করে দেওয়া হবে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির কৃতীদের। বই কেনার জন্য তাঁরা পাবেন ২৫০০ টাকা করে। উল্লেখযোগ্য ভাবে দেখা গিয়েছে, ছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞান নিয়ে পড়ার প্রবণতা কম দেখা যায়। তাঁদের উৎসাহ জোগাতেও বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। লিখিত পরীক্ষায় পাশ করার পর প্রার্থীদের ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকা হয়। শেষ পর্যন্ত লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউ উভয়ের উপর নির্ভর করে স্কলারশিপ ঘোষণা করা হয়।

এসআইআর উদ্বিগ্ন কুলপির বাসিন্দারা

সংবাদদাতা, কুলপি : রাজ্যজুড়ে যখন এসআইআর-এর অপেক্ষা, তখন কুলপির তালিকা-সংকট এলাকায় ভোটারদের মধ্যে নতুন করে অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে। মুখ্য নির্বাচনী অফিস অনলাইনে রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভার মধ্যে ২৯৩টির ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে। একমাত্র কুলপির ২০০২ সালের তালিকা অনলাইনে নেই। শুধু তাই নয়, স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, হার্ড কপিও সহজে পাওয়া যাচ্ছে না। ঘটনায় উদ্বেগ ছড়িয়েছে কুলপির নদী তীরবর্তী গ্রামে। বাসিন্দাদের অভিযোগ, দুই দশকে একাধিকবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও প্লাবনে তাঁরা বহু গুরুত্বপূর্ণ নথি হারিয়েছেন। অনেকের হাতে ভোটার তালিকার প্রমাণপত্রও নেই। যদি এসআইআর-এ ২০০২ সালের তালিকার ভিত্তিতে যাচাই হয়, আর সেই তালিকা না পাওয়া যায়, তাহলে তাঁদের বিপদে পড়তে হতে পারে। যদিও রাজ্য সরকার সব সময় পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছে।

বুলার চুরি যাওয়া ২৯৫ মেডেল উদ্ধার হল চল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে

সংবাদদাতা, হুগলি : বড় সাফল্য রাজ্য পুলিশের। যেখানে এত বছর হয়ে যাওয়ার পরেও নোবেল চুরির কিনারা করতে পারেনি কেন্দ্রীয় এজেন্সি সিবিআই, সেখানে রাজ্য পুলিশ চুরি হওয়ার মাত্র ৪০ ঘণ্টার মধ্যেই পদ্মশ্রীপ্রাপ্ত সাঁতারু বুলা চৌধুরির বাড়ি থেকে প্রচুর মেডেল উদ্ধার করল, একজনকে গ্রেফতারও করে। রবিবার শ্রীরামপুরের ডিসিপি অর্ণব বিশ্বাস জানান, ১৫ অগাস্টের ঘটনার পরেই পুলিশ একটি বিশেষ দল তৈরি করে।

টানা জিজ্ঞাসাবাদেই চুরির মাল উদ্ধার হয়েছে। বুলা শ'দেড়েক মেডেলের কথা বলেছিলেন। উদ্ধার হয়েছে ২৯৫টি মেডেল। সব ক'টি পদকই বুলার হাতে তুলে দেওয়া হবে। ঘটনার পর কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন বুলা। এদিন পুলিশ খবর দেওয়ার পর তাদের ধন্যবাদ জানালেন। হিন্দমোটরের দেবাইপুকুর রোডে বুলার আদিবাড়িতে গত বৃহস্পতিবার রাতে চুরি হয়। বাড়িটি ফাঁকাই থাকে। বুলা সপরিবার দক্ষিণ কলকাতার কসবার ফ্ল্যাটে থাকেন। হিন্দমোটরের বাড়িটি দেখাশোনা করেন ভাই মিলন চৌধুরি। শুক্রবার, স্বাধীনতা দিবসের ছুটিতে মিলন গিয়েছিলেন দিদির বাড়ি দেখতে। ঢুকে দেখেন, পিছনের দিকের গেট ভাঙা। ঘর লন্ডভন্ড। বুলার মেডেল, স্মারক সব চুরি গিয়েছে। শুধু তাই নয়, বাথরুমের কল, ঠাকুরের জিনিসপত্র, লক্ষ্মীর ভাঁড়ও

উদ্ধার হওয়া মেডেল। সাংবাদিক বৈঠকে পুলিশ।

উধাও। সঙ্গে সঙ্গে মিলন উত্তরপাড়া থানায় অভিযোগ জানান।

গুরুতর ঘটনার কিনারা করতে শনিবার তদন্তভার দেওয়া হয় সিআইডিকে। তাঁরা বুলার হিন্দমোটরের বাড়িতে গিয়ে বেশ কয়েকটি নথি সংগ্রহ করেন। পাশাপাশি উত্তরপাড়া থানার পুলিশ কয়েকজন দুষ্কৃতীকে আটক করে। তাদেরই জেরা করেই কৃষ্ণ চৌধুরির সন্ধান মেলে উত্তরপাড়া স্টেশনের কাছ থেকে। তার কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে শনিবার রাতভর অভিযান চালিয়ে খোয়া যাওয়া প্রায় সমস্ত জিনিস উদ্ধার করেছেন তদন্তকারীরা।

কামারহাটিতে ২৮ অগাস্টের সমর্থনে ও বাংলা বিরোধী বিজেপির বিরুদ্ধে মহামিছিল। রয়েছেন বিধায়ক মদন মিত্র, ছাত্র নেতা সুদীপ রাহা, যুব নেত্রী প্রিয়দর্শিনী ঘোষ, বাণীব্রত চক্রবর্তী-সহ স্থানীয় নেতৃত্ব।

বারাসত সন্ধানী ক্লাবের শ্যামাপুজোর খুঁটিপুজো। রয়েছেন অশনি মুখোপাধ্যায়, তাপস দাশগুপ্ত, সুনীল মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত পাল, দেবাশিস মিত্ররা।

রাজ্য

18 August, 2025 • Monday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বনগাঁ শহিদ স্মৃতি স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে খেলা হবে দিবসে উপস্থিত পুরপ্রধান গোপাল শেঠ

■ উত্তর ২৪ পরগনার খড়দহের বিলকান্দা ২ পঞ্চায়েতে সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প বা আইসিডিএস কেন্দ্রের উদ্বোধনে কৃষি ও পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

■ ভাষা-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মগরাহাট ২ ব্লক তৃণমূলের উদ্যোগে পদযাত্রা, বিক্ষোভ কর্মসূচি। রয়েছেন বিধায়ক নমিতা সাহা, ব্লক সভাপতি সেলিম লস্কর, রুনা ইয়াসমিন ও বাচ্চু শেখ।

■ বাঙালিদের উপর অত্যাচার ও এসআইআর-এর প্রতিবাদে মিছিল। বারাসত ২ নং ব্লকের কীর্তিপুর ২ নং অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস আয়োজিত মিছিলের নেতৃত্ব দেন শাহাবুদ্দিন আলি। ছিলেন কাশেম আলি-সহ অন্যরা।

■ আদি বালিগঞ্জ সর্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতির ৭৬তম বর্ষের খুঁটিপুজো। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক দেবাশিস কুমার, মেয়র পারিষদ সন্দীপরঞ্জন বক্সি, কাউন্সিলর নিবেদিতা শর্মা, সুশীল শর্মা, পুলিশ কর্তা গৌতমকুমার দাস, শিল্পী লাজবন্তী রায়, তানিয়া পাল, পুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক মহেশ ভট্টাচার্য, দীপঙ্কর মুখোপাধ্যায় ও ফিরোজ হোসেন।

■ কামারহাটি পুরসভার ২৪ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিমল সাহার উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন। জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও প্রায় ৫৫০ শিশুদের হাতে দুধ ও কলা বিতরণ করা হয়। ছিলেন ওয়ার্ড সভাপতি বাবু রায়-সহ অন্যরা।

বাজি শ্রমিকদের উন্নয়নে নতুন সংগঠন

প্রতিবেদন: বাজি প্রস্তুতকারী শ্রমিকদের আরও উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ। দেড় লক্ষ শ্রমিককে সংগঠিত করতে গঠন করা হল সংগঠন, অল বেঙ্গল তৃণমূল গ্রিন ফায়ার ক্র্যাকার ম্যানুফ্যাকচারিং ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন। আইএনটিটিইউসি অনুমোদিত এই সংগঠনের প্রথম রাজ্য সম্মেলন হল রবিবার। মহাজাতি সদনে। রাজ্যে পরিবেশবান্ধব বাজি তৈরির পরিমাণ বৃদ্ধি, শ্রমিকদের উন্নত প্রশিক্ষণ-সহ বাজি শিল্পের উন্নয়নে একগুচ্ছ পরিকল্পনা নেওয়া হয় এদিন। উপস্থিত ছিলেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, আইএনটিটিইউসির রাজ্য সভাপতি এবং নয়া সংগঠনের চেয়ারম্যান ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, ডায়মন্ড হারবার-যাদবপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তথা সংগঠনের সভাপতি শক্তিপদ মণ্ডল, অশোক দেব, স্বপন সমাদ্দার প্রমুখ। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রমিকদের পাশে। শ্রমিক উন্নয়ন নিয়ে ভাবেন তিনি। আমাদের মূল লক্ষ্যই হল বাজি প্রস্তুতকারী শ্রমিকদেরও বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনার (বিএমএসএসওয়াই)-এর আওতায় নিয়ে আসা। উত্তর-দক্ষিণবঙ্গের বাজি প্রস্তুতকারকদের প্রতিনিধি, শ্রমিক-সহ প্রায় সাড়ে তিন হাজার জন উপস্থিত ছিল সম্মেলনে। শ্রমিক উন্নয়নের দাবিগুলি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরবেন বলেন জানান স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। শক্তিপদ মণ্ডল বলেন, সরকার ইতিমধ্যেই বাজি হাব, ক্লাস্টার তৈরি করেছে। সরকারি সাহায্যে বাজি শ্রমিকদের আরও উন্নয়নই হল এই সংগঠনের একমাত্র লক্ষ্য। প্রথমদিনের রাজ্য সম্মেলন থেকে আমাদের শপথ, পরিবেশবান্ধব বাজি তৈরিতে এগিয়ে যাবে রাজ্য।

■ মহাজাতি সদনে নবগঠিত বাজি শ্রমিক ইউনিয়নের প্রথম রাজ্য সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন আইএনটিটিইউসি'র রাজ্য সভাপতি ও সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। মঞ্চে রয়েছেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক দেব প্রমুখ। রবিবার।

বিবেক স্বাস্থ্যমেলায় উপকৃত বহু মানুষ

প্রতিবেদন : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উৎসাহ ও সাহচর্যে তৈরি বিবেক-এর উদ্যোগে আয়োজিত হল স্বাস্থ্যমেলা। বিবেক স্বাস্থ্যমেলার স্থান হরিশ মুখার্জি রোড ও কালীঘাট রোডের সংযোগস্থল। রবিবার চোখ, হার্ট, অর্থোপেডিক চিকিৎসা ছাড়াও ছানির অস্ত্রোপচার-সহ চশমা প্রদান, প্রতিবন্ধী সরঞ্জাম ও পাঠ্যপুস্তক প্রদান করা হয়। স্বাস্থ্যমেলার প্রথম দিন শনিবার থ্যালাসেমিয়া ও ডেঙ্গি নিয়ে সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। এছাড়াও ক্যানসার শনাক্তকরণ ও সচেতনতা শিবিরও হয়। রবিবার শিবিরে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, মেয়র ফিরহাদ হাকিম, বিবেক-এর কর্ণধার কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়, কাউন্সিলর কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন ক্রিকেটার সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ পার্থ প্রধান, ডাঃ আশিস মুখোপাধ্যায় ও তৃণমূল নেতা স্বপন দাস।

■ মঞ্চে অরূপ বিশ্বাস, ফিরহাদ হাকিম, কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ পার্থ প্রধান, ডাঃ আশিস মুখোপাধ্যায় ও স্বপন দাস।

ফের নিম্নচাপ ভারী বৃষ্টি নেই

প্রতিবেদন: উত্তর-পশ্চিম এবং পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে তৈরি হচ্ছে ফের নিম্নচাপ। তবে বাংলায় এর তেমন কোনও প্রভাব পড়বে না। হালকা কয়েকপশলা বৃষ্টি হলেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়ায় আজ বৃষ্টি হতে পারে। মঙ্গলবার ও বুধবার বৃষ্টির পরিমাণ খানিকটা বাড়বে। আংশিক মেঘলা আকাশ এবং অস্বস্তি থাকবে। কলকাতা-সহ সংলগ্ন এলাকায় বজ্র বিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি চলবে। তবে বৃহস্পতিবার থেকে বৃষ্টি কমবে। মঙ্গলবার বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। বুধবারে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই উত্তরবঙ্গে। বৃহস্পতিবার ফের ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হবে। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে আজ।

লক্ষ্য সবুজায়ন, আমতায় ১ লক্ষ চারাগাছ বিতরণ করলেন বিধায়ক

সংবাদদাতা, হাওড়া : সবুজায়নের লক্ষ্যে আমতায় বিধায়ক সুকান্ত পালের অভিনব উদ্যোগ। এলাকা সবুজায়নের লক্ষ্যে এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করতে আমতা বিধানসভা এলাকায় তাঁর উদ্যোগে এক লক্ষ চারাগাছ বিলি করা হচ্ছে। রবিবার এই চারাগাছ বিতরণের সূচনা হল। বাকসি নেতাজি মূর্তির পাদদেশে এই উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠান থেকে এদিন প্রায় ২ হাজার এরকম গাছের চারা এলাকাবাসীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বিধায়ক সুকান্ত পালের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন জনপ্রতিনিধি ও সরকারি আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। এদিন আম্রপালি ও হিমসাগর আমগাছের চারা, নারকেল, লিচু, পেয়ারা প্রভৃতি গাছের চারা প্রদান করা হয়। সুকান্ত জানান, এক মাসের মধ্যে আমতা বিধানসভার প্রত্যেক পঞ্চায়েতের প্রতিটি বুথ থেকে সমস্ত গাছের চারা বিতরণ করা হবে। এই গাছগুলি কীভাবে পরিচর্যা করতে হবে তার একটি ছাপানো নির্দেশিকাও গাছ বিতরণের সঙ্গেই সবার হাতে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও এলাকার পরিবেশ-কর্মীদের নিয়ে এই বিষয়ে একটি বিশেষ দল তৈরি করা হয়েছে। তাঁরাই গাছগুলির বিষয়ে নিয়মিত খোঁজখবর নিয়ে আমাদের জানাবে। ওই দলের সদস্যরাই গাছ পরিচর্যা ঠিকঠাক হচ্ছে কি না সেই বিষয়গুলির দিকে নজর রাখবেন। এই কর্মসূচির ফলে এলাকায় সবুজায়নের কাজে যেমন গতি আসবে তেমনি পরিবেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্যও অনেক মজবুত হবে। পরিবেশ বিজ্ঞানের একজন কৃতী ছাত্র হিসেবে পরিচিত বিধায়ক সুকান্ত পালের এই উদ্যোগে বেজায় খুশি এলাকার মানুষও।

■ গাছের চারা বিতরণ করছেন আমতার বিধায়ক সুকান্ত পাল।

সিলিন্ডার বিস্ফোরণ

সংবাদদাতা, মহেশতলা : মহেশতলা পুরসভার ১৭ নং ওয়ার্ডের উত্তর চকমির সর্দার পাড়ার এক বাড়িতে রবিবার দুপুরে রান্না করার সময় এলপিজি সিলিন্ডারে আগুন লেগে বিস্ফোরণ ঘটে। মুহূর্তের মধ্যে বাড়ির তিনটি ঘরে ও বাথরুমে আগুন লেগে যায়। দেওয়াল ভেঙে যায় এবং তিনটি ঘর সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়। খবর পেয়ে প্রথমে মহেশতলা থানার পুলিশ ও দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন। তবে এই বিস্ফোরণে কোনও হতাহতের খবর নেই।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জলপাইগুড়িতে কোটি টাকার নিষিদ্ধ বাজি বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ। আটক করা হয়েছে একটি লরি। রবিবার ধূপগুড়ি মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গেইলসন লেপচা জানান, গোপনসূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালানো হয়

আমার বাংলা
18 August, 2025 • Monday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

প্রস্তুতি সভা

■ ২৮ অগাস্টের আহ্বানে প্রস্তুতি সভা ও মিছিল আয়োজিত হল ইটাহারে। রবিবার ইটাহার ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে ইটাহার হাইস্কুল প্রাঙ্গণে সভার আয়োজন করা হয়। ছিলেন বিধায়ক মোশারফ হোসেন, ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি কার্তিক দাস, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিনা সরকার ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মোজাফফর হোসেন প্রমুখ।

পাচারকারী ধৃত

■ রায়গঞ্জের কাশীবাটি এলাকার স্কুল মোড় থেকে দুই মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ৫৫ গ্রাম হেরোইন, নগদ ৮০৮৮০ টাকা, একটি ছোট্ট ওজন মাপার যন্ত্র, একটি মোবাইল ফোন এবং মাদক কারবারিদের ব্যবহৃত একটি দু'চাকার স্কুটি বাজেয়াপ্ত করেছে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।

মাদক-সহ ধৃত

■ নিষিদ্ধ মাদক উদ্ধারে বড়সড় সাফল্য পেল মালদহের গাজোল থানার পুলিশ। ব্রাউন সুগার সহ আটক করল এক মাদক পাচারকারীকে। ধৃতের নাম মোশারফ শেখ(২৫)। বাড়ি কালিয়াচকের কিসমতপুরের নারায়ণপুর এলাকায়। রবিবার গাজোলের রাঙাভিটা ফ্লাইওভার সংলগ্ন ওই যুবককে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতে দেখে পুলিশের সন্দেহ হয়।

পুলিশের সাফল্য

■ ৫৪ কেজি গাঁজা সহ পাঁচজনকে গ্রেফতার করল বাগডোগরা থানার পুলিশ ও এসওজি। রবিবার গোপন সূত্রের ভিত্তিতে বাগডোগরা মুনি চা-বাগান এলাকায় অভিযান চালিয়ে দুটি চার চাকার গাড়ি আটক করে পুলিশ। এরপর তল্লাশি চালিয়ে দুটি গাড়ি থেকে মোট ৫৪ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়। ঘটনায় গ্রেফতার করা হয় দুটি গাড়িতে থাকা মোট পাঁচজনকে।

তলিয়ে গেল যুবক

■ বন্যা কবলিত ভূতনি এলাকায় টিনের ডোঙা উল্টে জলে তলিয়ে গেল এক যুবক। ঘটনার পর বেশ কয়েক ঘণ্টা কেটে গেলেও কোনও হদিশ মিলল না ওই যুবকের। স্বভাবতই রবিবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে জোর চাঞ্চল্য তৈরি হয় ভূতনির সনাতনটোলা এলাকায়। বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর কর্মীরা স্পিডবোট নামিয়ে বন্যার জলে দীর্ঘক্ষণ ধরে উদ্ধারকার্য চালান।

চা-শ্রমিকদের ন্যায্য আদায়ে পদক্ষেপ

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : চা-শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি আদায়ে লড়ছে আইএনটিটিইউসি অনুমোদিত চা-বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন। এবার সেই সমস্ত ন্যায্য পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে, বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে প্রতিটি চা-বাগানে ম্যানেজার কাছে চার্টার অফ ডিমান্ড পেশ করছে তৃণমূল কংগ্রেসের চা-শ্রমিক সংগঠন। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু চা-বাগানকে চার্টার অফ ডিমান্ড পেশ করা হয়েছে। সোমবার থেকে ফের বাকি থাকা বিভিন্ন চা-বাগানে ম্যানেজার কাছে তৃণমূল চা-বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন পক্ষ থেকে এই দাবিপত্র পেশ করা হবে। রবিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে একথা জানান তৃণমূল চা-বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বীরেন্দ্র বরা ওরাওঁ। তিনি

জানান, প্রতিটি চা-বাগানে শ্রমিকদের একাধিক সমস্যা আছে, গ্র্যাচুইটি, শ্রমিক আবাস মেরামত, জ্বালানি কাঠ সহ এমন একাধিক প্রাপ্য যাতে শ্রমিকদের দেওয়া হয় সেই দাবিই রয়েছে আমাদের চার্টার অফ ডিমান্ডে। প্রসঙ্গত, রাজ্য সরকার চা-শ্রমিকদের জন্য একের পর এক জনকল্যাণকর প্রকল্প চালু করেছে। চা-বাগানের দীর্ঘদিনের বহু সমস্যা মিটেছে রাজ্যের উদ্যোগে। কিন্তু মালিক পক্ষের থেকে চা-বাগানে কর্মরত শ্রমিকরা তাঁদের বিভিন্ন ন্যায্য পাওনা থেকে বহুদিন বঞ্চিত। টি প্ল্যান্টেশন অ্যাক্টের মাধ্যমে পাওয়া বেশ কিছু অধিকার থেকে মালিক পক্ষ এই চা-শ্রমিকদের বঞ্চিত রেখেছে। এসব নিয়ে সরব হতেই বিশেষ উদ্যোগ।

তৃণমূল যুবনেতা খুনে অভিযুক্ত অসম-বাংলা সীমান্ত থেকে ধৃত

সংবাদদাতা, কোচবিহার : তৃণমূলের যুব নেতা অমর রায় খুনে অসম-বাংলা সীমান্ত থেকে গ্রেফতার সুপারি কিলার। ধৃতের নাম বিনয় রায় (৩৫)। শনিবার রাতে অভিযুক্ত গ্রেফতার হয়। রবিবার এই বিষয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে জানান কোচবিহার জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কৃষ্ণগোপাল মিনা।

ধৃতকে জেরা করে বাকি দুষ্কৃতীদের সন্ধান পেতে চাইছে পুলিশ। অভিযুক্ত কোচবিহারের পুন্ডিবাড়ি থানার সিদ্ধেশ্বরীর বাসিন্দা। জানা গেছে অমর রায়কে গুলি করে খুনের ঘটনায় যুক্ত ছিল বিনয়। ধৃতের কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও চারটি কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, কোচবিহারের বাসিন্দা হলেও গত সাতবছর ধরে জেলার বাইরে ছিল অভিযুক্ত। পুলিশ ধৃতের ক্রিমিনাল রেকর্ড খতিয়ে দেখে একাধিক অসামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার হদিশ পেয়েছে। প্রসঙ্গত, কোচবিহারের ২ নম্বর ব্লকের ডোডেয়ার হাটে রাখির দিন দুপুরে খুব কাছ থেকে গুলি করা হয়েছিল তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধানের ছেলে অমর রায়কে। বাইকে করে চার দুষ্কৃতী বাজারে আসে। অমর রায়কে পরপর চারটে গুলি করা হয়েছিল। তাঁর মাথায় ও পিঠে গুলি লাগে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছিল তাঁর। দুষ্কৃতীদের খোঁজে শুরু হয় তল্লাশি। কেউ বা কারা ওই খুনের জন্য তাকে সুপারি দিয়েছিল বলেই প্রাথমিক তদন্তে উঠে আসছে বলে খবর। খুনের নেপথ্যে কে বা কারা আছে, সেই বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

কলেজের নতুন ভবন উদ্বোধন

সংবাদদাতা, কার্শিয়াং : কার্শিয়াং কলেজের ৫৯তম প্রতিষ্ঠাদিবস পালন এবং নতুন ভবনের উদ্বোধন উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় কার্শিয়াং হলে। উদ্বোধন করেন জিটিএ প্রধান অনীত থাপা। ১৯৬৮ সালে কার্শিয়াং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় সান্ধ্য কলেজ হিসাবে। ১০ বছর পর এটির দিবা বিভাগ খোলা হয়। তারপরই শুরু হয় কলেজের বিকাশ। নতুন ভবন ও হলের উদ্বোধনে অনীত ছাড়াও ছিলেন যশোঙ্গন পাশি। নতুন ভবনের কাজ শুরু হয় ২০২৩ সালে। বরাদ্দ হয়েছিল এক কোটি টাকা। ২০২৪-এ পরবর্তী পর্যায়ের কাজ শুরু হয় ৯৬ লক্ষ টাকায়। এটির পিছনে অনীতের উদ্যোগ ছিল অনেকখানি। এদিন বিভিন্ন শাখায় কৃতীদের সংবর্ধিতও করা হয়। বর্তমানে কলেজ পড়ুয়ার সংখ্যা ৮০০। ১২টি বিষয়ে স্নাতক পড়ানো হয়।

কার্শিয়াং

■ উদ্বোধনে অনীত থাপা।

প্রশ্নের মুখে জাতীয় সড়কের রক্ষণাবেক্ষণ

প্রতিবেদন: তিস্তার জলে ভাসছে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। ফলে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সিকিমের যোগাযোগ পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন। গত বছরের ডিসেম্বরে রাজ্যের হাত থেকে এই রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব হাতে তুলে নেয় কেন্দ্রীয় সংস্থা এনএইচআইডিসিএল (ন্যাশনাল হাইওয়ে ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড)। তারপর থেকে প্রায় আট থেকে দশবার ধস-সহ নানা কারণে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বন্ধ হয়ে গিয়েছে। গত কয়েকদিন আগে থেকেও ধসের জেরে এই জাতীয় সড়ক ফের বন্ধ হয়ে রয়েছে। ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন পর্যটক ও স্থানীয়রা।

দুই জেলায় বিরোধী শিবিরে ভাঙন, তৃণমূলে যোগদান

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি ও রায়গঞ্জ: ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগেই বাংলা থেকে নিশ্চিহ্ন হবে বিরোধীরা। প্রতিদিন মিলছে তার প্রমাণ। তাসের ঘরের মতো ভাঙছে বিরোধী শিবির। দলে দলে যোগদান তৃণমূলে। রবিবার জলপাইগুড়ি ও উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে বাম-বিজেপিতে ভাঙন। দলে দলে সবাই যোগ দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসে। এদিন জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ ব্লকের পানিকৌড়ি অঞ্চলের ১৮/৮৭ দেবেন্দ্রপুর বুথে তৃণমূল কংগ্রেসের শক্তি আরও বাড়ল। বিধায়ক খগেশ্বর রায় যোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন। এদিনই রায়গঞ্জে প্রায় ৫০ জন বিজেপি কর্মী তৃণমূলে যোগদান করেন। বিধায়কের নিজেস্ব কার্যালয়ে এদিন

■ জলপাইগুড়িতে দলীয় পতাকা তুলে দিচ্ছেন বিধায়ক খগেশ্বর রায়।

■ রায়গঞ্জে যোগদান সভায় বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী।

কমলাবাড়ি ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বারোগন্ডা বুথের বিজেপি কর্মীরা তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা হাতে তুলে নেন। বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী জানান, বাঙালিদের উপর যেভাবে বিজেপিশাসিত রাজ্যে অত্যাচার হচ্ছে তাতে তারা এই দলবদল এর সিদ্ধান্ত নেন। দলে নতুন আসা কর্মীদের দলে স্বাগত করা হয়েছে। আগামী নির্বাচনে বিজেপির পতাকা ধরারও কেউ থাকবে না এই বিধানসভা কেন্দ্রে। আগামী দিনেও অনেকেই বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেবে বলেও জানান বিধায়ক।

আমার বাংলা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

18 August, 2025 • Monday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

ইস্কো আবাসনে আগুন

■ আসানসোলের বার্নপুরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চাঞ্চল্য। শনিবার রাতে বার্নপুরের সেলের ইস্কোর এক আবাসনে হঠাৎ আগুন লেগে যায়। স্থানীয়দের দাবি, ওই আবাসনের ভেতরে জিনিসপত্র রাখা ছিল। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন পৌঁছে কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। স্থানীয়দের অনুমান, শর্টসার্কিট থেকেই আগুন লেগেছে। হতাহতের খবর নেই।

বাতিল জিনিসে শিল্প

■ ক্যালকাটা ব্লাইন্ড স্কুলে দৃষ্টিহীন ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে অবন কলাকেন্দ্র আয়োজিত 'সহর্ষে মনশ্চক্ষে দৃষ্টি' অনুষ্ঠানের রূপে দেখা মিলল এক অভিনব উদ্যোগের। ফেলে দেওয়া জিনিসকে কাজে লাগিয়ে ঘর সাজানোর সামগ্রী তৈরির প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন অবন কলাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা কালী সাহা।

প্রয়াত অধ্যাপক

■ পথদুর্ঘটনায় নিহত হন সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক অমলকুমার পারি। তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানালেন বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরি। জনপ্রিয় এই অধ্যাপকের অকালপ্রয়াণে শোকের ছায়া অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে।

খুঁটিপুজোতে পুরপ্রধান

■ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া অগ্রভূমি সংঘের দুর্গাপুজোর খুঁটিপুজো হল, রবিবার। নারকেল ফাটিয়ে শুভ সূচনা করেন পাঁশকুড়া পুরসভার চেয়ারপার্সন নন্দকুমার মিশ্র। ক্লাবের কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। এবছর পুজো ১৫তম বর্ষে পদার্পণ করল। এবছরের থিম 'মা যাচ্ছে মায়ের বাড়ি'। নন্দ মিশ্র বলেন, দুর্গাপুজো আমাদের আবেগ এবং ঐতিহ্য। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে সব সময় পুজো সংস্থাগুলির পাশে থাকতে বলেন। আমি এই সংস্থাকে অভিনন্দন জানাই।

রাম-বাম-শ্যাম থেকে একশো পরিবার যোগ দিল তৃণমূলে

সংবাদদাতা, সিউড়ি : সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরির হাত ধরে কংগ্রেস, সিপিএম ও বিজেপি থেকে প্রায় একশোটি পরিবার তৃণমূলে যোগদান করল। এদিন তৃণমূলের পতাকা যাঁরা তুলে নিলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই নবীন প্রজন্মের। যোগদানের পর তাঁরা জানিয়েছেন, বিরোধী দলগুলোর একটাই লক্ষ্য, যেভাবেই হোক তৃণমূলের বদনাম করা। সদ্য বিজেপি ছেড়ে আসা বছর ২৫-এর অর্ঘ্য ভট্টাচার্য বলেন, বিরোধীরা সমালোচনা করবে এটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। কিন্তু কারণে-অকারণে একটি দলকে আক্রমণ করার কোনও যৌক্তিকতা আছে বলে মনে করি না। সম্প্রতি বাংলা এবং বাঙালিকে যেভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে সেটা অত্যন্ত নিন্দনীয়। ক্ষমতায় আসার জন্য বিজেপি একের পর এক মিথ্যাচার করে যাচ্ছে, তার বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ জানিয়ে আজ বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করলাম। বিধায়ক বিকাশ বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে চলা এবং মানুষের জন্য কাজ করার যে ইচ্ছাশক্তি প্রতিষ্ঠা করেছে, সেটা দেখেই এই যুবসমাজ উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। যে যুবকরা সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি ছেড়ে আজকে তৃণমূলে যোগদান করল, তার একটাই কারণ, তারা বুঝতে পেরেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার যুব সমাজের সঙ্গে প্রতারণা করে গেছে দিনের পর দিন। প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বছরে ২ কোটি বেকার যুবক-যুবতীকে চাকরি দেবেন। কিন্তু ১১ বছর পরেও প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত করতে ব্যর্থ। উল্টে নবীন প্রজন্মের কাছে এই মুহূর্তে আইকন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

■ যোগদানকারীদের হাতে পতাকা দিচ্ছেন বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরি।

ঠিকাশ্রমিকের মৃত্যু ঘিরে ক্ষোভ

■ বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের চারতলা থেকে পড়ে মৃত্যু ঠিকাশ্রমিকের। ক্ষতিপূরণের দাবিতে কলেজের গেট আটকে বিক্ষোভ এলাকাবাসীর। দুর্গাপুরের বিধাননগরের হাডকো মোড় সংলগ্ন একটি বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। মৃত শ্রমিকের নাম শেখ হায়দার আলি (২৫)। বুদবুদের দেবশালা গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঁকোড়ার বাসিন্দা। পরিবারের অভিযোগ, চলতি মাসের আট তারিখ রাজমিস্ত্রির হেল্পারের কাজ করছিলেন হায়দার। তখনই কলেজের চারতলা থেকে পড়ে যান তিনি। চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার রাতে মৃত্যু হয়। মৃত্যুতে কোনও ক্ষতিপূরণ দেয়নি কলেজ কর্তৃপক্ষ। ঠিকাদারও গুরুত্ব দিচ্ছিল না। সেজন্যই এই বিক্ষোভ। দুর্গাপুর সংখ্যালঘু সোশ্যাল ওয়ার্কারের সভাপতি শেখ জাহির বলেন, যতক্ষণ না এর খেসারত হচ্ছে ততক্ষণ আমাদের বিক্ষোভ চলবে।

বেঙ্গালুরুতে চলছে মামলা, চিন্তিত মা

পাশে দাঁড়ালেন তৃণমূল নেতৃত্ব

সংবাদদাতা, বর্ধমান : তাঁর ছেলের সঙ্গে বেঙ্গালুরুর জেলে থাকা দু'জনকে বাংলাদেশে 'পুশব্যাক' করা হয়েছে জানতে পেরেছেন জামালপুরের তেলে গ্রামের সবিতা অধিকারী। তাঁর চিন্তা, বেঙ্গালুরু আদালতে হাজিরা দিতে গিয়ে প্রতি মাসে কয়েক হাজার টাকা খরচ হচ্ছে। মামলা আর টানা যাচ্ছে না। আইনি লড়াই করতে না পারলে তো আদালতে হেরে যাব। চার বছরের নাতিটার ভবিষ্যৎ কী হবে?

জামালপুরের তেলে গ্রামে অ্যাসবেস্টসের চালের দু'কামরার বাড়ি সবিতাদের। বছর দশেক আগে সরকারি অনুদানে তৈরি করেন। ২০২২-এর জুন মাসে ছেলে পলাশ মা, বাবা পঙ্কজ এবং স্ত্রী-সন্তানকে নিয়ে বেঙ্গালুরু পাড়ি দেন। মাস দেড়েকের মাথায় বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী সন্দেহে বেঙ্গালুরুর ভারথুর থানার পুলিশ তাঁদের আটক করে। বাকিদের ছেড়ে দেওয়া হলেও, গ্রেফতার করা হয় পলাশ ও শুক্লাকে। দশ মাস পরে ছাড়া পেলেও পেটের টানে বেঙ্গালুরুতে ছিলেন। ফের ধরপাকড় শুরু হওয়ায় পলাশ গ্রামে ফিরে এসেছেন। এখন তিনি অনলাইন ব্যবসায়িক সংস্থার কর্মী।

রবিবার বিকেলে পলাশদের বাড়ি যান জামালপুর ব্লকের তৃণমূল সভাপতি, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খান, জৌগ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মল্লিকা মণ্ডল, অঞ্চলের নেতা মৃদুল মণ্ডল ও পঞ্চায়েত সদস্য কৃষ্ণা সরকার। তাঁদের সবিতা বলেন, ছেলের সঙ্গে ৭-৮ জন বেঙ্গালুরুর জেলে ছিল। দু-তিনজনকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিয়েছে। আমরা যদি মামলা লড়তে না পারি তাহলে কী হবে? নাতিটার ভবিষ্যৎও চিন্তায় রেখেছে। এক-একবারে খরচ ১০-১৫ হাজার টাকা। সামনের সপ্তাহেই বেঙ্গালুরুর আদালতে অনুপ্রবেশকারীর মামলা উঠবে।

তিন কোটি উদ্বাস্তুকে নিয়ে হবে এসআইআর বিরোধী আন্দোলন

সংবাদদাতা, বর্ধমান : আমরা আদিবাসী, সাঁওতালি ভাষায় কথা বলবে, বাংলা ভাষায় কথা বলবে, যার যার মাতৃভাষা তারা সেই ভাষাতেই কথা বলবে। কেউ বাধা দিতে আসুক, জিভ টেনে ছিঁড়ে নেব। রবিবার বর্ধমান সংস্কৃতি লোকমঞ্চে তৃণমূলের নমঃশূদ্র ও উদ্বাস্তু সেলের পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এভাবেই বিজেপি নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন তৃণমূল রাজ্য আদিবাসী সেলের চেয়ারম্যান দেবু টুডু। সম্মেলনে প্রধান বক্তা নমঃশূদ্র ও উদ্বাস্তু সেলের রাজ্য সভাপতি রঞ্জিতকুমার সরকার বলেন, বিজেপি সরকার ফের বাংলার প্রায় তিন কোটি মানুষকে উদ্বাস্তু বানাতে চাইছে। এনআরসি, সিএএ-তে পিছু হঠার পর আবার এসআইআর-এর নাম করে বাংলার মানুষকে উদ্বাস্তু বানাতে চাইছে। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, বাংলার একটা পরিবারের ওপরেও যদি এই আঘাত আসে, তাহলে তাঁরা ছেড়ে কথা বলবেন না। বাংলার প্রায় তিন কোটি উদ্বাস্তু মানুষকে নিয়ে তাঁরা জোরালো আন্দোলনে নামতে চলেছেন এসআইআর-এর বিরুদ্ধে। কলকাতার রাজপথে এই আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছে। এদিন সম্মেলনের মূল উদ্যোক্তা বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস বলেন, তিনিও উদ্বাস্তু। তাঁর জন্ম বাংলায় হলেও বাবা-মা বাংলাদেশ থেকে এসেছেন। তাঁর বার্তা, রাজনীতি ভুলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে সকলে দাঁড়ান। আগে বাঁচতে হবে, তারপর রাজনীতি। নাহলে ফের মোদি সরকার তাঁদের উদ্বাস্তু বানাবে।

চালকদের ঘুম তাড়াতে মাঝরাতে পুলিশ দিচ্ছে চা ও জল

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়েতে দুর্ঘটনার পিছনে অন্যতম কারণ, চালকের তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব ও মূল রাস্তার উপর ট্রাক দাঁড়িয়ে থাকা। সে কারণে জেলার ট্রাফিক পুলিশ তন্দ্রাভাব কাটাতে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রবিবার ভোরে চালকদের চা-জল দিল। একই সঙ্গে জাতীয় সড়কের মূল রাস্তায় ট্রাক দাঁড়িয়ে থাকার ফলে কী ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে তারও পাঠ দিল ট্রাফিক পুলিশ।

সাধারণত শীতকালে পুলিশ চালকদের তন্দ্রাভাব কাটাতে এ ধরনের উদ্যোগ নিয়ে থাকে। হঠাৎ করে শেষ শ্রাবণে এই উদ্যোগ কেন? পুলিশের দাবি, ভোরের দিকে ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে কিংবা বৃষ্টি হচ্ছে, সে কারণে চালকদের তন্দ্রা আসছে। তার জেরেই দুর্ঘটনা ঘটছে। গত কয়েক দিনে তন্দ্রার জন্যে পরপর কয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটেছে। তেমনি জাতীয় সড়কের উপর ট্রাক দাঁড়িয়ে থাকার জন্যেও দুর্ঘটনা ঘটছে। স্বাধীনতা দিবসের দিন একই সঙ্গে চালকের তন্দ্রা ও ট্রাক দাঁড়িয়ে থাকার ফলে বর্ধমানের ফাগুপুরে একটি দুর্ঘটনায় বিহারের ১১ জন বাসযাত্রীর মৃত্যু হয়। ৩৫ জনের মতো জখম হন।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ট্রাফিক) সুরজিৎকুমার দে বলেন, ভোরের দিকে চালকদের তন্দ্রা এসে যাচ্ছে দেখছি। সে জন্যে সারা বছরই চালকদের চা-জল দেওয়া হবে। দূরপাল্লার ট্রাক বা বাসচালককে বিশ্রাম নেওয়ারও পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। রবিবার ভোর ৪টে থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত গলসি, শক্তিগড়, বর্ধমান শহরের বীরহাটা ও জামালপুরের আঝাপুর ট্রাফিক গার্ডের উদ্যোগে চালকদের চা ও জল দেওয়া হয়। শনিবার রাত জুড়ে দুর্ঘটনা আটকানোর জন্যে চালকদের বিশেষ সচেতনতাও করা হয়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পুলিশকর্মীর কৃতী সন্তানদের রবিবার এক অনুষ্ঠানে সম্মাননা জানান বীরভূমের এসপি শ্রী আমনদীপ

আমার বাংলা
18 August, 2025 • Monday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

বিদেশে চাহিদা বাড়ায় দাম বাড়ছে গোবিন্দভোগের
অতিবৃষ্টিতে চাষ নষ্টে চাষিদের পাশে জেলা প্রশাসন

প্রতিবেদন : পূর্ব বর্ধমানে দক্ষিণ দামোদর লাগোয়া গ্রামগুলিতে সুগন্ধি ধান অর্থাৎ গোবিন্দভোগ ধানের চাষ বেশি হয়। গোবিন্দভোগ চাল রফতানিও হয় ভাল। কিন্তু এবার টানা প্রায় দেড় মাসের বৃষ্টিতে ধান চাষে সমস্যা দেখা দেয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে পূর্ব বর্ধমানের দক্ষিণ দামোদর লাগোয়া খণ্ডঘোষ ও রায়না ব্লকে। এই দুই ব্লকে এক দশকের বেশি সময় ধরে সুগন্ধি গোবিন্দভোগ ধানের চাষ বেশি হওয়ায় সেই ধানের চাল বিদেশেও রফতানি হচ্ছে। এবছর চাষিরা সুগন্ধি ধানের রেকর্ড দাম পাচ্ছেন। এক কুইন্টাল ধান ১৩ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে। কেজি-প্রতি চালের দাম পড়ছে প্রায় ২০০ টাকা। দক্ষিণ দামোদর থেকে সুগন্ধি চাল বেশি রফতানি হয় দুবাই, কুয়েতের মতো মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলিতে। সেসব দেশে এই চালেই বিরিয়ানি তৈরি হয়। কেরল বা অন্য রাজ্যে গোবিন্দভোগ চালে পায়েস তৈরি হয়। এ রাজ্যেও পায়েসের জন্যে এই চাল ব্যবহার হয়। কিন্তু এবারের

অতিবৃষ্টিতে জেলার দুই ব্লকেই বিঘের পর বিঘে ধানিজমি জলের তলায়। বৃষ্টি কমলেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি। ওই সব এলাকার হাল সরেজমিনে ঘুরে দেখেন জেলাশাসক আয়েষা রানি এ, রাজ্যের কৃষিসচিব ও জনপ্রতিনিধিরা। এর পরেই জেলা প্রশাসন ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের বিনামূল্যে 'গাছবীজ' দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রশাসনের তরফে যাঁদের গাছবীজ বা রোপণের আগে বাড়তি চারা আছে, তা কিনে নেওয়া হচ্ছে। সেই চারা বা ধানের গাছবীজ চাষিদের বিনামূল্যে দেওয়া হবে। ফলে চাষিরা সরাসরি জমিতে রোয়ার কাজ করতে পারবেন। কারণ বীজ ফেলে চারা তৈরির সময় পেরিয়ে গিয়েছে। বীজ ফেলে তৈরি চারাও পচে গিয়েছে। ফলে গাছবীজ পেলে চাষিদের আর্থিক দিক থেকে উপকার হবে। এরই মধ্যে সুগন্ধি ধানের বীজ সংগ্রহ এবং চাষিদের বিনামূল্যে তা দেওয়া নিয়ে জেলাশাসক জরুরি বৈঠক করেন ব্লকের আধিকারিক, পঞ্চায়েত প্রধান, উপপ্রধানদের নিয়ে। জেলা প্রশাসনের তরফে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ দামোদর এলাকায় প্রায় ৪৬ হাজার হেক্টর জমিতে সুগন্ধি ধানের চাষ হয়। তবে এবার বেশিরভাগ চাষির হাতে নতুন করে চাষের মতো বীজ না থাকায় যাঁদের কাছে গাছ-চারা আছে, সেগুলি সংগ্রহের নির্দেশ দিয়েছেন জেলাশাসক। প্রয়োজনে চারা কিনে নেওয়ার কথাও বলা হয়েছে।

জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনায় মৃত দুই

সংবাদদাতা, নন্দকুমার : রবিবার সাতসকালে পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দকুমারে ১১৬ নং জাতীয় সড়কের টালিভাটায় ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুই মাছ ব্যবসায়ীর। প্রসেনজিৎ বর্মন (২৪) ও তন্ময় বর্মনের (২৬) বাড়ি ময়না থানার ইজমালিচক গ্রামে। রবিবার সকালে মোটর বাইকে দু'জনে হলদিয়া থেকে মেচেদার দিকে যাচ্ছিলেন। এমন সময় টালিভাটার কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ট্রাক তাঁদের বাইকে ধাক্কা মারে। ঘটনায় দু'জনই রাস্তার ধারে ছিটকে পড়েন। খবর দেওয়া হয় নন্দকুমার থানার পুলিশকে। ততক্ষণে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় দু'জনের। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে তাম্রলিপ্ত মেডিক্যালে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য। ঘাতক ট্রাকটির খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ।

ডাম্পার-বাইক সংঘর্ষ রক্ষা পেলেন আরোহী

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : রবিবার দুপুরে ঝাড়গ্রাম শহরের পুরাতন ঝাড়গ্রাম এলাকায় বড়সড় সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। বালি বোঝাই একটি ডাম্পারের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় একটি বাইকের। সৌভাগ্যক্রমে বাইক আরোহী প্রাণে বেঁচে যান। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বালি বোঝাই ডাম্পারটি দহিজুড়ি দিক থেকে লোধাশুলির দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় ৫ নম্বর রাজ্য সড়কের পুরাতন ঝাড়গ্রাম এলাকায় ডাম্পারের সঙ্গে ধাক্কা লাগে বাইকটির। সংঘর্ষ এতটাই জোরালো ছিল যে বাইকটি ডাম্পারের নীচে মুচড়ে ঢুকে পড়ে। বাইক আরোহী রাস্তার ধারে ছিটকে পড়েন। তবে আরোহী গুরুতর বিপদ থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পান। স্থানীয় বাসিন্দারা বালি বোঝাই গাড়ির বেপরোয়া চলাচল ও অতিরিক্ত গতি নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করে বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের অভিযোগ, এই রাস্তায় বালি বোঝাই ডাম্পারের দৌরাত্ম্য দিন দিন বাড়ছে। খবর পেয়ে ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

মূক-বধির মহিলা ধর্ষণে গ্রেফতার হল অভিযুক্ত

সংবাদদাতা; এগরা : এগরা ২ ব্লকের বাসুদেবপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বৃহস্পতিবার রাতে ৪৭ বছরের এক মূক ও বধির মহিলাকে ধর্ষণ করে ধৃত অভিযুক্ত দেবদত্ত মাইতি (৪৭)। রাতে খাওয়াদাওয়ার পর বাড়ির বাইরে বাথরুমে যেতেই অভিযুক্ত মহিলাকে টেনে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। পরে স্থানীয় ও পরিবারের লোকজনেরা জানতে পেরে অভিযুক্তকে বাড়ি থেকে কিছুটা দূরেই হাতেনাতে ধরে ফেলেন। খবর দেওয়া হয় এগরা থানায়। পুলিশ তাকে প্রথমে আটক এবং পরে পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করে। এগরার আইসি অরুণকুমার খান বলেন, তদন্ত চলছে।

ভাষাবিদ্বেষের প্রতিবাদে মিছিল

সংবাদদাতা, বেলদা : বাংলাভাষীদের উপর বিজেপির সন্ত্রাস ও বাংলা-বিদ্বেষী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বেলদায় প্রতিবাদ মিছিল করল নারায়ণগড় ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেস। রবিবারের এই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি নির্মাল্য চক্রবর্তী, নারায়ণগড়ের বিধায়ক সূর্যকান্ত অট্ট-সহ অন্যরা। বেলদা বাজার পরিক্রমা করে মিছিলটি।

পুকুরে স্নানে নেমে মৃত ২ কিশোর

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : রবিবার দুপুরে বৃন্দাবনপুরের এক জলাশয়ে স্নান করতে গিয়ে প্রাণ হারাল সত্যবানপল্লির বাসিন্দা দুই কিশোর অমি দাস (১৩) ও অঙ্কন মাহাত (১৫)। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, দুপুরে ওই দুই কিশোর জলাশয়ে স্নান করতে নেমে তলিয়ে যায়। পাশের ধানজমিতে কাজ করছিলেন কয়েকজন চাষি। তাঁরা ঘটনাটি দেখে দ্রুত ছুটে এসে অমি ও অঙ্কনকে উদ্ধার করে ঝাড়গ্রাম মেডিক্যালে নিয়ে যান। তবে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা দু'জনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন। হঠাৎ এই মৃত্যুর খবরে সত্যবানপল্লি এলাকায় নামে গভীর শোকের ছায়া।

হরিণঘাটায় নয়া ডিআইবি ও ট্রাফিক অফিসের সূচনা

সংবাদদাতা, নদিয়া : রবিবার নদিয়ার কল্যাণী ব্লকের হরিণঘাটায় রানাঘাট পুলিশ জেলায় ডিআইবি ও ট্রাফিক গার্ডের নতুন জোনাল অফিসের উদ্বোধন করেন রানাঘাট পুলিশ জেলার সুপার আশিস মৌর্য। উপস্থিত ছিলেন জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সিদ্ধার্থ ঢাপুলা। মূলত রানাঘাট পুলিশের অন্তর্গত উত্তর ২৪ পরগনার সীমান্তবর্তী এলাকা হরিণঘাটা থেকে জেলার গোয়েন্দা দফতর এবং ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যেই এই অফিসের উদ্বোধন বলে জানান পুলিশকর্তারা। রানাঘাট পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ট্রাফিক ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু ও সুসম্পূর্ণভাবে সম্পাদিত করার জন্য নতুন ট্রাফিক গার্ড অফিসটি কাজ করবে এবং এই অঞ্চলে ডিআইবি অফিস হওয়ায় অঞ্চলের মানুষ উপকৃত হবেন, ভাল পরিষেবা পাবেন।

■ কার্যালয় উদ্বোধনে এসপি আশিস মৌর্য-সহ অন্যরা।

আমাদের পাড়া আলোচনায় মন্ত্রী, বিধায়ক

■ সভায় মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া, বিধায়ক অজিত মাইতি-সহ জেলা নেতৃত্ব।

সংবাদদাতা, ডেবরা : রবিবার পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা অডিটোরিয়াম হলে ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের উদ্যোগে আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান কর্মসূচিকে সামনে রেখে বিশেষ আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। ছিলেন মন্ত্রী ডাঃ মানস ভুঁইয়া ও উজ্জ্বল বিশ্বাস, ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি ও বিধায়ক অজিত মাইতি, জেলা মহিলা তৃণমূল সভানেত্রী তনয়া দাস, জেলা আইএনটিটিইউসি সভাপতি সনাতন বেরা-সহ ডেবরা, সবং ও খড়্গপুর ২ ব্লকের নেতৃত্ব।

এবার বাল্যবিবাহ রুখতে কাজ করছে মনের কথা লেটারবক্স

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : বাল্যবিবাহ রোধে স্কুলে স্কুলে সারা ফেলছে 'মনের কথা' লেটারবক্স। এই মনের কথা বাক্স দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের বেশ কয়েকটি স্কুলে রাখা হয়েছে। আর তাতেই পড়ুয়ারা নানা অভিযোগ গোপনে জমা করছে। বাক্স থেকে সেই সব অভিযোগের চিরকুট বের করতেই নানা বিষয়ের অভিযোগের মধ্যে মিলছে বাল্যবিবাহের অভিযোগও। আর সেই অভিযোগ নিয়েই সক্রিয় হচ্ছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে পুলিশ প্রশাসন পর্যন্ত। গত ৭ মাস ধরে এই বাক্স রাখার উদ্দেশ্য সাফল্যের পথ দেখাচ্ছে। মহকুমা শিক্ষা দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, কন্যাশ্রী দফতরের পক্ষ থেকে কয়েক বছর আগে পড়ুয়াদের মনের কথা জানতে স্কুলে স্কুলে বসানো হল 'মনের কথা' লেটারবক্স। সেখানে পড়ুয়ারা মনের কথা

■ দুর্গাপুর রায় রানি হাই স্কুলের ছাত্রীদের হাতে বক্স।

সহজেই লিখে জমা করে। ২০২২ সালে দুর্গাপুরের রায় রানি হাই স্কুল, গোপালমাঠ হাই স্কুল, নেপালিপাড়া হিন্দি হাই স্কুল ও নডিহা হাই স্কুলে 'মনের কথা' বক্সকে পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে রাখা হয়। ইতিমধ্যেই এমন ঘটনা ঘটেছে দুর্গাপুর রায় রানি হাই স্কুলে। ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা বিপাশা নায়েক বলেন, মনের কথা বাক্সে একটি অভিযোগ জমা পড়েছিল গত সপ্তাহে। আমাদের স্কুলের নবম শ্রেণির এক ছাত্রীর বিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। আমরা তড়িঘড়ি স্কুল ইন্সপেক্টরকে খবর দিই। উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়ে সেই ছাত্রীর বিয়ে রোখা গিয়েছে। দুর্গাপুর চক্রের স্কুল পরিদর্শক ঋতপ্রতিক ঘোষ বলেন, সরকারি গাইড লাইন মেনে মনের কথা চালু করা হয়েছে। ইতিমধ্যে বাল্যবিবাহ রোখার জন্য যা ভাল সাড়া ফেলেছে। একাধিক ঘটনা আমরা জানতে পেরেছি। কেবল আমাদের পরিশ্রম নয়। চাইল্ড হেল্পলাইন, সর্বশিক্ষা মিশন, অতিরিক্ত জেলাশাসক-সহ জেলা আধিকারিকেরা এই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখছেন।

আমার বাংলা

18 August, 2025 • Monday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বীরাঙ্গনা স্বাধীনতা সংগ্রামীর স্মৃতিরক্ষায় নজর দেয়নি কংগ্রেস-বামেরা

মাতঙ্গিনীর বসবাসের জায়গা সংস্কারে উদ্যোগী বিধায়ক

সংবাদদাতা, তমলুক : এক হাতে শঙ্খ এবং আরেক হাতে তেরঙ্গা পতাকা। ভারতকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে এভাবে গর্জে উঠেছিলেন তাম্রলিপ্ত বা অধুনা তমলুকের আলিনান গ্রামের বধূ মাতঙ্গিনী হাজরা। ১২ বছর বয়সে ত্রিলোচন হাজরা নামে এক বৃদ্ধের সঙ্গে বিয়ে হলেও ১৮ বছরে বিধবা হন বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী। এরপর শ্বশুরবাড়ির কয়েক হাত দূরে একাই একটি মাটির বাড়িতে বসবাস শুরু করে সেখানেই কাটিয়ে দেন ৪০ বছর। ওই বাড়ি থেকেই তৈরি হত ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের যাবতীয় রূপরেখা। ১৯৩২ সালে লবণ আইন অমান্য করায় বীরভূমের বহরমপুরে কারাবাস করতে হয় মাতঙ্গিনীকে। সেই সময়ই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ভেঙে পড়ে মাতঙ্গিনীর সাধের ছোট্ট বাড়িটি। স্বাধীনতার পর দীর্ঘদিন এ রাজ্যে কংগ্রেস ও বাম শাসনকালে ওই জায়গাটির দিকে ফিরে তাকায়নি কেউই। ফলে স্মৃতি বিজড়িত সেই জায়গা বর্তমানে হয়ে উঠেছে হলুদ চাষের জমি। একথা তমলুকের বিধায়কের কানে যাওয়ামাত্রই দ্রুত ওই স্থানটি রক্ষণাবেক্ষণের উদ্যোগ নিতে সক্রিয়

■ এই জায়গাতেই ছিল মাতঙ্গিনী হাজরার বসবাসের সেই ছোট্ট বাড়ি।

হন তিনি। ফলে খুশি হাজরা পরিবারের সদস্যরা। মাতঙ্গিনীর সম্পর্কে নাতি মদনমোহন হাজরা বলেন, স্বামী মারা যাওয়ার পর ওঁকে ওঁর সতীনপুত্র একটি মাটির বাড়ি তৈরি করে দেন কয়েক হাত দূরে। সেখানেই এর বাড়ি-ওর বাড়ি কাজকর্ম করে দিন কাটাতেন মাতঙ্গিনী। আর ওই বাড়ি থেকেই ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে নিজেকে নিয়োজিত করেন। বাড়িটি প্রায় ৪০ বছর পর ভেঙে যায়। একসময় ইন্দিরা গান্ধী এখানে এসেছিলেন। তখন তাঁকে জায়গাটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বলেছিলাম। দীর্ঘদিনের বাম সরকারের কাছেও দাবি জানিয়েছিলাম। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। জানা গিয়েছে, ৪০ বছর কাটানো ওই বাড়িটি ভেঙে যাওয়ার পর মাতঙ্গিনী তাঁর শ্বশুরবাড়ির গোলাঘরের বারান্দায় রাত কাটাতেন। সেই গোলাঘরটি থাকলেও তা আজ জরাজীর্ণ। মাটির প্রাচীন বাড়ির ছিটেফোঁটাও অস্তিত্ব নেই। ফলে ফাঁকা জায়গায় বর্তমানে কাঁচা হলুদের চাষ করছেন হাজরা পরিবারের লোকজন। ৭৮তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে এই স্থানের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থানীয় বিধায়কের দ্বারস্থ হন তাঁরা। বিধায়ক সৌমেন মহাপাত্র বলেন, ওই জায়গাটির যাতে ঠিকমতো রক্ষণাবেক্ষণ এবং স্মৃতিসৌধ করা যায় দ্রুত তার ব্যবস্থা নেব। উনি আমাদের জেলার গর্ব। বাম আমলে না হলেও আমরা এই কাজ করব।

নারীসম্ভ্রম রক্ষার বার্তা খুদে কৃষ্ণদের আসরে

প্রতিবেদন : কারও সাজ বংশীধারী কৃষ্ণ রূপে, কেউ সেজেছে গোঠের রাখাল। পাশাপাশি কেউ ননীচোর বালগোপাল তো কেউ আবার কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ সাজে। কালীয় বা বকাসুর দমনকারী কৃষ্ণ রূপেও দেখা গিয়েছে কাউকে কাউকে। জন্মাষ্টমীর দিন সিউড়ির সরোজিনী দেবী সরস্বতী শিশু মন্দিরে

প্রাঙ্গণে এভাবেই কৃষ্ণের নানা সাজে দেখা যায় খুদেদের। যেমন খুশি সাজো প্রতিযোগিতা নয়, এই কৃষ্ণ সাজের প্রতিযোগিতার প্রকৃত উদ্দেশ্য দেশ, সমাজ ও নারীদের সম্ভ্রমরক্ষার বার্তা দেওয়া। প্রতি বছর জন্মাষ্টমীতে ছোটদের 'কৃষ্ণ সাজো' প্রতিযোগিতার আয়োজন করে সংস্কার ভারতী। জাতি-ধর্ম ভেদাভেদ ভুলে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ তাঁদের সন্তানদের শ্রীকৃষ্ণ সাজিয়ে নিয়ে আসেন এই আসরে। শনিবার তাদের মধ্যেই নজর কাড়ল কুরুক্ষেত্রে নারীসম্ভ্রম রক্ষার বার্তা দেওয়া কৃষ্ণকে। খুদে সম্পূর্ণা নরসুন্দর এক হাতে সুদর্শন ও অন্য হাতে পাঞ্চজন্য শঙ্খ নিয়ে হাজির। তার কথায়, সবাই যেন সত্যি কথা বলে। কেউ দোষ করলে প্রতিবাদ করে। সংস্কার ভারতীর বীরভূম জেলা সম্পাদক স্বরূপ সরকার বলেন, শুধু বিচার নয়, মহিলাদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে মানুষের মধ্যে কৃষ্ণশক্তির দরকার।

টুথপিক দিয়ে অভিষেক বানালেন জাতীয় পতাকা

সংবাদদাতা, আসানসোল : পড়াশোনার পাশাপাশি নজরকাড়া অন্য কিছু করার চেষ্টা আর সেই সঙ্গে জাতীয়তা বোধ, এই প্রেরণা থেকেই টুথপিকের উপর জাতীয় পতাকা বানিয়ে ফেললেন বরাকরের অভিষেক মোদক। জিরো পয়েন্ট এক সেন্টিমিটার টুথপিকে জাতীয় পতাকা এঁকে নজির গড়লেন তিনি।

■ নিজের বানানো পতাকা নিয়ে অভিষেক।

এর আগেও পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে বানিয়ে ফেলেছেন চালের উপর কৃষকদের দিল্লি অভিযান বা জাতীয় পতাকা। জ্বরের ওষুধের উপর ফুটিয়েছেন নেতাজি সুভাষচন্দ্রকে, চকের উপর এঁকেছেন জগন্নাথ। তিনি বলেন, এর আগে পেনসিলের মধ্যে জাতীয় পতাকা এনেছি। কিন্তু টুথপিকের মতো এত ক্ষুদ্র জিনিসে জাতীয় পতাকা এই প্রথম আঁকলেন। এটি বানাতে ৩০ মিনিটের মতো সময় লেগেছে। অভিষেক জানান, দেশাত্মবোধের অনুপ্রেরণায় বিভিন্ন সময় অনেক কিছু তৈরি করেছেন। তাঁর ইচ্ছে, ভবিষ্যতে এমন কিছু করতে চান যাতে গিনেস বুকে তাঁর নাম ওঠে। জানান। কারও কাছে তিনি হাতের কাজ শেখেননি। নিজের ইচ্ছেয় নতুন কিছু করার তাগিদে এই চেষ্টা করেন। ভবিষ্যতেও এই প্রয়াস চালিয়ে যাবেন।

পুলিশকে বোমা ছোড়ার ছক ফাঁস

(প্রথম পাতার পর) মিনিটের সেই অডিও প্রকাশ করে বিধাননগর পুলিশের তরফে ডিসি অনীশ সরকার সাফ বলেন, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশমতো আন্দোলন হলে কোনও আপত্তি নেই। তবে অন্য কিছু হলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানান পুলিশকর্তা। হাইকোর্টের নির্দেশমতো, প্রতিবাদ করলে নির্দিষ্ট জায়গায় সভা-সমাবেশ আকারে করা যেতে পারে। কিন্তু উচ্চ আদালতের বেছে দেওয়া জায়গায় প্রতিবাদের বদলে এসএসসি অভিযানের ডাক দিয়ে পুলিশের কাছে অনুমতি চেয়ে ই-মেইল পাঠিয়েছিল শিক্ষকদের সংগঠন। কিন্তু আদালতের নির্দেশ অমান্য করে কর্মসূচি নেওয়ায় পুলিশের তরফে অনুমতি দেওয়া হয়নি। এদিন অনীশ সরকার জানান, গোপন সূত্রে আমাদের হাতে ৬ মিনিটের একটি ফোনালাপের ক্লিপ এসেছে। যেখানে পুলিশ আটকাতে এলেই পেট্রোল বোমা-সকেট বোমা মারব, পাথর মারব, সবকিছু জ্বালিয়ে দেব; এধরনের হিংসাত্মক কথাবার্তা রয়েছে। পুলিশকে লক্ষ্য করে সকেট ও পেট্রোল বোমা ছুঁড়ে দেশলাই দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়ার কথা বলতে শোনা গিয়েছে। এই অডিও ক্লিপের ভিত্তিতে একটি মামলাও রুজু করা হয়েছে। তদন্ত এগোচ্ছে। দুই ব্যক্তিকেও চিহ্নিত করা হয়েছে। সংগঠনের সকলকে অনুরোধ, কোনওরকম হিংসাত্মক চক্রান্তে পা দেবেন না।

জবাব দিতে পারল না কমিশন

(প্রথম পাতার পর) সঠিক সময়ে তা জানানো হবে। আলোচনা করে জানাব। বোঝাই গেল, তৃণমূলের তীব্র বিরোধিতায় থমকে দাঁড়িয়েছে কমিশন। জ্ঞানেশ কুমার স্বীকার করেছেন, ৩ লক্ষ ডুপ্লিকেট এপিক কার্ড পাওয়া গিয়েছে সারাদেশে। কিন্তু ভোটকেন্দ্রের সিসিটিভি ফুটেজ এবং মেশিন রিডেবল ভোটার তালিকা কেন দেওয়া হচ্ছে না, সেই প্রশ্নের উত্তরে রীতিমতো ব্যাক গিয়ারে কমিশন। গোপনীয়তার অধিকারের অজুহাতে পাশ কাটাতে চাইলেন। এটা ঘটনা, বিজেপির নির্দেশে দেশের প্রকৃত নাগরিকদেরও ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করার চক্রান্ত চলছে এসআইআর-এর অজুহাতে। বিহারে একের পর এক ধরা পড়ছে বিজেপি-কমিশনের যৌথ কারচুপি। প্রশ্ন উঠছে, কুকুর, বেড়াল, ট্রাক্টরের নামেও ভোটাধিকার দাবি! শংসাপত্রের আবেদন? একই বাড়িতে ২৩০ জন ভোটার? দীর্ঘদিন আগে পরিবারের মৃত সদস্যদের নামও ভোটার তালিকায়? না, এসব কেলেঙ্কারির কোনও জবাবই নেই মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের কাছে। তবুও বাস্তবের মুখোমুখি হতে চাননি তিনি। 'ভোট চুরি' অভিযোগকে সংবিধানের অপমান বলে বিরোধীদের পাল্টা তোপ দেগে চাপা দিতে চেয়েছেন নিজেদের অপকীর্তিকে। এই সাংবাদিক বৈঠককে হাস্যকর কটাক্ষ করে দু'টি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। তিনি বলেন, বিহারের ২২ লক্ষ মৃত ভোটার দেখানো হয়েছে। অথচ তাঁরা বহাল তবিয়তে জীবিত রয়েছেন। সেইসব ভোটারদের নাম আজও নথিভুক্ত করা হয়নি। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের কাছে এদিন জবাব ছিল না, কেন ৬৫ লক্ষ নাম বাদ পড়ল বিহারের খসড়া তালিকা থেকে। এই ভুল আজও শোধরানো হল না। সুপ্রিম কোর্টকেও জবাব দিতে পারেননি। তারপর কাকে দোষারোপ করছেন? এর দায় কার? এটা তো কমিশনের ফল্ট। দয়া করে তার উত্তর দিন।

হাটে সবজি বিক্রি প্রাক্তন বিধায়ক ও পরিবহণ কর্তার

সুনীতা সিং ● বর্ধমান

হাটে আর পাঁচজন বিক্রেতার মতোই খদ্দেরের আশায় বসেছেন তিনি। সাধারণ পোশাক, খালি পা। সামনে পটল, লঙ্কা, উচ্ছে, টমেটো, বাঁধাকপি। এই হাটে সবজি বিক্রি করতে আসে কৃষকদের অনেকেই। তাই দেখলে আর পাঁচজনের সঙ্গে তাঁকে আলাদা করার কোনও উপায় নেই। কিন্তু পরিচয় জানলে চমকে উঠতে হবেন যে কেউ। হাটের মাঝে পসরা সাজিয়ে বসা এই সবজি বিক্রেতা আসলে দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা এসবিএসটিসির চেয়ারম্যান সুভাষ মণ্ডল। তিনি আবার প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়কও। ভাতার কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন সুভাষবাবু। পূর্ব

■ নিজের জমির সবজি বিক্রি করছেন সুভাষ মণ্ডল।

বর্ধমানের আউশগ্রামের জঙ্গলমহলের বননবগ্রাম হাটে তাঁকে সবজি বিক্রি করতে দেখে তাই অবাক হলেন অনেকেই। অনেকেই আবার প্রাক্তন বিধায়ক তথা এসবিএসটিসির চেয়ারম্যানকে হাটে বসে সবজি বিক্রি করতে দেখে এগিয়ে এসে কুশল বিনিময় করলেন। বৈদ্যুতিন ওজনযন্ত্রে সবজি মেপে বিক্রির কাজ চালিয়ে গেলেন প্রাক্তন বিধায়ক। দিনের শেষে বিক্রি হল ২ হাজার টাকার মতো। তাঁকে হাটের মাঝে বিক্রেতা হিসেবে দেখে অনেকে অবাক হলেও নিজে কিন্তু মোটেও তা মনে করছেন না প্রাক্তন বিধায়ক সুভাষ মণ্ডল। তিনি বলেন, আমাদের পারিবারিক কৃষিজমি রয়েছে। চাষের সময় মাথায় গামছা বেঁধে কৃষিশ্রমিকদের সঙ্গে কাজেও নেমে পড়ি মাঝেমধ্যে। তাঁরাও বাড়তি উৎসাহ পান। আমাদের সেই জমিতে সবজি চাষ হয়। কম খরচে বেশি উৎপাদনের লক্ষ্য থাকে। সেই উৎপাদিত ফসল নিয়েই হাটে এসেছিলাম বিক্রি করতে। ভালই বিক্রিবাটা হল সারাদিনে।

উপরাষ্ট্রপতি পদে এনডিএ প্রার্থী হচ্ছেন সিপি রাধাকৃষ্ণণ। তিনি এই মুহূর্তে মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল। রবিবার তাঁর নাম এনডিএ-র জরুরি বৈঠকে স্থির হয় বলে জানানো হয়েছে

আবেগাপ্লুত ঘরের ছেলে

ভবিষ্যতের স্বপ্ন নিয়ে দেশে ফিরলেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু

প্রতিবেদন: যেন অন্তবিহীন পথ পার হয়ে ঘরে ফেরা। একই সঙ্গে প্রিয়জনদের কাছে ফেরার আনন্দ, আবার ফেলে আসা বন্ধু বা সহকর্মীদের জন্য মন খারাপ। এই মিশ্র অনুভূতিই বিমানে বসে ভাগ করে নিলেন শুভাংশু। হয়ে পড়লেন রীতিমতো আবেগাপ্লুত। মহাকাশ থেকে ফিরে শেষ হল নিভৃতাবাসের দিন। অবশেষে দেশে ফিরলেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা। রবিবার সকালে দিল্লি বিমানবন্দরে তাঁকে জানানো হল উষ্ণ অভ্যর্থনা। এতদিন পর বিমানবন্দরে স্ত্রী ও সন্তানকে দেখে আবেগ যেন বাঁধ মানল না শুভাংশুর। বিমানে বসেই ইনস্টাগ্রামে শুভাংশুর আবেগঘন বার্তা, আমার মনে একসঙ্গে অনেকগুলো অনুভূতি কাজ করছে। দুঃখ হচ্ছে সেই অসাধারণ মানুষদের ছেড়ে আসতে, যাঁরা গত একবছরে এই মিশনে আমার পরিবার ও বন্ধু ছিলেন। আবার একই সঙ্গে আমার খুবই আনন্দ হচ্ছে, প্রথমবার মিশনের পর দেশে ফিরে পরিবার, বন্ধু ও প্রিয়জনদের সঙ্গে দেখা করতে পারব। মনে হচ্ছে, এটাই আসল জীবন, সবকিছু একসঙ্গে পাওয়া। শুধুমাত্র নতুন, রোমহর্ষক অভিজ্ঞতাই নয়, মানুষের ভালবাসাও যে কতটা আপ্লুত করেছে তাঁকে সেকথাও জানাতে ভোলেননি লখনউয়ের ছেলে

শুভাংশু। ইউ হি চলাচল রাহি/জীবন গাড়ি হ্যায় সামনে বইয়া গুনগুন করতে করতে তিনি বলেন, পরিবর্তনই জীবন। মার্কিন মুলুক ছেড়ে ভারতে রওনা দেওয়ার সময় ঘরে ফেরার মিশ্র অনুভূতির কথা জানিয়েছিলেন মহাকাশচারী। একদিকে এতদিন নাসা-র বিজ্ঞানীদের সঙ্গে কাজ করা, মহাকাশ যাত্রা। অন্যদিকে দীর্ঘ মাস পরে দেশে ফেরা। মহাকাশ যাত্রার সময়ে ও পরে পরিবার, বন্ধু ও বাকি সকলের ভালবাসার টানে একদিকে তিনি ব্যাকুল ছিলেন দেশে ফিরতে। অন্যদিকে কষ্ট হলেও বিদায় জানাতে হয়েছে এক শুভ সফরকে। তাঁর কথায়, বিদায় জানানো কখনওই সহজ নয়। কিন্তু জীবন মানেই তো এগিয়ে চলা। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন, শুধুমাত্র ব্যক্তিগত জীবনের বড় সাফল্য নয়, এই মহাকাশযাত্রা আসলে দেশের সাফল্য।

আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে ১৮ দিনের সফল মিশনের শেষে এবার গগনযানের স্বপ্ন গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশুর চোখে।

সুর নরমের কোনও প্রশ্নই নেই বাদল অধিবেশনের শেষ দফায়

এসআইআরের প্রতিবাদে সংসদের ঘরে-বাইরে আপসহীন তৃণমূল

প্রতিবেদন: আসল সমস্যা থেকে নজর ঘুরিয়ে দেওয়ার খেলায় মেতেছে মোদি সরকার। সেই কারণেই বাদল অধিবেশনের শেষ সপ্তাহেও এসআইআর প্রশ্নে কোনওরকমই সুর নরম করবে না তৃণমূল। তীব্র আক্রমণ শানাবে গেরুয়া সরকারের বিরুদ্ধে। রবিবার স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন।

বিরোধীদের তোলা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে সংসদে আলোচনা না করে পালিয়ে যাওয়াই মোদি সরকারের পুরনো দস্তুর। এবারেও ঠিক সেই কাজই করতে চলেছে মোদি সরকার, যেখানে তৃণমূল কংগ্রেস-সহ গোটা ইন্ডিয়া জোটের তোলা এসআইআর ইস্যু নিয়ে সংসদে বাদল অধিবেশনের বাকি চারটি দিনে কোনওরকম আলোচনা না করেই পালানোর পরিকল্পনা করেছে মোদি সরকার। এই লক্ষ্যে সরকার হাতিয়ার করতে চলেছে মহাকাশচারী শুভাংশু শুক্লার সাফল্য নিয়ে বিশেষ আলোচনাকে। মোদি সরকারের নির্লজ্জ এই অবস্থানকে তুলোধোনা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করতে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন বলেন, ভীতু মোদি সরকার প্রতিবারই বিরোধী শিবিরের তরফে তোলা দেশের গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে সংসদে আলোচনা না করে পালিয়ে যায়। এবারও ওরা তাই করবে, সংসদের সঙ্গে উপহাস করতে থাকবে। মনে রাখতে হবে, এটা সংসদ, মন কি বাত নয়। উল্লেখ্য, ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর ইস্যু নিয়ে বাদল অধিবেশনের শেষ সপ্তাহেও এই ইস্যুতে সুর নরম করবে না তৃণমূল কংগ্রেস। এসআইআর ইস্যুতে আলোচনার দাবি তুলে সোমবার সংসদের দুই কক্ষে বিরোধী শিবিরের তরফে জমা দেওয়া হতে পারে একাধিক মুলতুবি প্রস্তাব। একইসঙ্গে সভার ওয়েলে নেমে দেখানো হবে সরকার বিরোধী বিক্ষোভ। সঙ্গে থাকবে সংসদ পরিসরে অন্যান্য দিনের মতো প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ কর্মসূচিও। সোমবার সকালে দিল্লিতে সংসদ ভবনে আয়োজিত হবে তৃণমূল কংগ্রেসের সংসদীয় দলের বৈঠক। এদিন সংসদে উপস্থিত থাকবেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক, ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রের সাংসদ ও লোকসভায় দলের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। লোকসভায় দলের নেতা মনোনীত হওয়ার পরে অভিষেক বারবার দিল্লি ছুটে আসছেন, রাজ্যে তাঁর পূর্বনির্ধারিত রাজনৈতিক কর্মসূচি স্থগিত রেখে। এর আগে বাংলা ভাষার অসম্মান ও বাঙালিদের নির্যাতনের ইস্যুতে সংসদের মকরদ্বারের সামনে আয়োজিত তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিবাদ বিক্ষোভেও তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। সোমবারও তৃণমূল সাংসদরা মকরদ্বারের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে পারেন।

> **অত্যন্ত জরুরি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ যে ইস্যুগুলো নিয়ে সংসদের প্রতিটি অধিবেশনেই বিরোধীরা আলোচনা চায়, সেই ইস্যুগুলো থেকেই পিছলে বেরিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে মোদির জোট সরকার। আশঙ্কা বাদল অধিবেশনের শেষ ৪ দিনেও মোদি সরকার এভাবেই সংসদকে প্রহসনে পরিণত করবে। মনে রাখা দরকার এটা সংসদ, মন কি বাত নয়।**

রাজস্থানের বিজেপি নেতার 'কীর্তি

প্রতিবেদন: বিজেপির নেতার কাণ্ড। পরকীয়ায় মজেছিল রাজস্থানের আজমের এলাকার গেরুয়া নেতা রোহিত সাইনি। প্রেমিকার প্রেমে হাবুডুবু খেয়ে নিজের স্ত্রীকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে সাজিয়েছিল নিখুঁত প্লট। স্ত্রীকে খুন করিয়ে গল্প ছড়িয়েছিল ডাকাতির। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। ধরা পড়ে গেল রোহিত ও তার প্রেমিকা, দু'জনেই। কয়েকদিন আগের ঘটনা। স্ত্রী সঞ্জুকে নিয়ে শিলোড়া গ্রামে শ্যালকের বাড়ি রওনা দিয়েছিল রোহিত। পথে দুই বাইক আরোহী এসে খুন করে সঞ্জুকে। জিনিসপত্র লুঠপাট করে পালায়। পুলিশকে অভিযোগ জানায় গেরুয়া নেতা রোহিতই। কিন্তু তার কথায় অসঙ্গতি দেখতে পেয়ে সন্দেহ হয় পুলিশের। ঋতু নামে এক মহিলার সঙ্গে তার বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের কথা উঠে আসে। রোহিত স্বীকার করে, ঋতুর পরামর্শেই সে ডাকাতির আড়ালে খুন করিয়েছে স্ত্রীকে। গ্রেফতার করা হয় দু'জনকেই।

স্ত্রীকে খুন করিয়ে ডাকাতির গল্প

গুজরাতে গাড়ি দুর্ঘটনা, জীবন্ত দগ্ধ ৬ মহিলা, এক শিশু-সহ ৮

প্রতিবেদন: ভয়াবহ দুর্ঘটনা। জীবন্ত দগ্ধ হয়ে গাড়ির মধ্যেই মৃত্যু হল এক শিশু-সহ মোট ৮ জনের। ভয়ঙ্কর এই ঘটনাটি ঘটেছে গুজরাতের সুরেন্দ্রনগরে। রবিবার জাতীয় সড়কে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় একটি সুইফট ডিজায়ার গাড়ির সঙ্গে হ্যারিয়ারের। সংঘর্ষের অভিঘাতে আগুন ধরে যায় সুইফট গাড়িটিতে। ভেতরে ছিলেন ৬ মহিলা ও এক শিশু। ঘটনাস্থলেই দগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় তাঁদের। অন্যদিকে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান অপর গাড়িটির চালকও। ওই গাড়ির অন্য ৩ আরোহী কোনওক্রমে প্রাণে বেঁচে যান। খবর পেয়ে স্থানীয় মানুষ যখন ছুটে আসেন, তখন সব শেষ।

কিশতওয়ারের পর কাশ্মীরের কাঠুয়ায় হড়পা, মৃত অন্তত ১০

প্রতিবেদন: মেঘ ভাঙা বৃষ্টিতে ফের বিপর্যস্ত ভূস্বর্গ। কিশতওয়ারের পর এবার কাশ্মীরের কাঠুয়ায় হড়পা বান, ক্ষতিগ্রস্ত হিমাচলের মাণ্ডিও। এখনও পর্যন্ত ১০ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। এরমধ্যে ৫ জন যোধঘাটি অঞ্চলের এবং ২ জন জাংলোতে অঞ্চলের। রবিবার ভোররাতে তুমুল বৃষ্টির জেরেই এই দুর্যোগ বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। জোরকদমে চলছে উদ্ধারকাজ। নেমেছে সেনা ও আধাসেনা। লক্ষণীয়, কিশতওয়ারে মৃতের সংখ্যা ইতিমধ্যেই ৭০ পার করেছে।

কাঠুয়াতেও মৃত্যের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির জেরে জাংলোতে এলাকার একটি গ্রামে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। পরিস্থিতির দিকে নজর রাখা রাখছে প্রশাসন। ক্ষতিগ্রস্ত জাতীয় সড়ক থেকে রেলের ট্র্যাক। মাণ্ডিতে কোনও মৃত্যুর খবর না থাকলেও বেশ কয়েকটি জাতীয় সড়কে যান চলাচল আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে। প্রশাসন জানিয়েছে, লাগাতার বৃষ্টির জেরে নদীর জলস্তর বাড়ছে তাই আমজনতাকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিশতওয়ারের দুর্যোগ সামলে ওঠার আগেই ফের অতিবৃষ্টি- হড়পা বানের জোড়া ফলা জম্মু-কাশ্মীরে। শনিবার ও রবিবার দুটি পৃথক ঘটনা ছাড়াও উদমপুরের রেললাইন, জাতীয় সড়ক ৪৪ এবং একটি থানাও গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

এদিকে মেঘভাঙা বৃষ্টি আর ধসের তাণ্ডব অব্যাহত হিমাচল প্রদেশেও। রবিবার কুলু, মান্ডিতে আচমকাই নেমে আসে হড়পা বান। ফলে অবরুদ্ধ হয়ে যায় চণ্ডীগড়-মানালি জাতীয় সড়ক। পানসারা, তাকোলি ও নাগওয়াই এলাকায় পরপর হড়পা বান নেমে এলেও এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর মেলেনি।

আশ্রমে ঘুমন্ত মহিলাকে ধর্ষণ করল প্রধান পুরোহিত

ওড়িশা

প্রতিবেদন: বিজেপির ওড়িশায় এখন চলছে জঙ্গলরাজ। ঘটে চলেছে একের পর এক ধর্ষণের ঘটনা। আশ্রমেও আর নিরাপদ নন মহিলারা। রাতের অন্ধকারে ঘরে ঢুকে ঘুমন্ত মহিলাকে ধর্ষণ করল ওই আশ্রমের প্রধান পুরোহিত। ঘটনাটি ঘটেছে ঢেঙ্কানলে। মহিলা প্রতিবাদ করলে তাঁকে প্রচণ্ড মারধরও করে ধর্ষক। হুমকি দেয়, মুখ খুললে পরিণাম মারাত্মক হবে। এই ন্যক্কারজনক ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে উঠেছে নিন্দার ঝড়। সাধারণ মানুষের মুখে একটাই কথা, বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরে ধর্ষণরাজ শুরু হয়েছে ওড়িশায়। ধর্ষণের ঘটনাটি ঘটেছে বেশ কয়েকদিন আগে। কিন্তু সেখানকার শাসকদলের প্রভাবে প্রথমদিকে বিষয়টি চেপে দেওয়ার চেষ্টা করে প্রশাসনের একটি অংশ। পুলিশও হাস্কা করে দেখানোর চেষ্টা করে ঘটনাকে। কিন্তু শেষপর্যন্ত এড়িয়ে যেতে পারেনি মহিলার দায়ের করা এফআইআর। জনরোষের চাপে পড়ে শনিবার ৪৬ বছর বয়সের অভিযুক্ত প্রধান পুরোহিতকে গ্রেফতার করতে বাধ্য হয় পুলিশ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দেশ বিদেশ

18 August, 2025 • Monday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

শনিবার বেঙ্গালুরুর নাগরথপেটে এলাকায় এক বহুতলে আগুন লেগে মৃত্যু হয়েছে একই পরিবারের ৪ জন-সহ মোট ৫ জনের। বেআইনি নির্মাণের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে আবাসনের মালিক ও তাঁর ছেলেকে

মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি দলের ভারত সফর আপাতত বাতিল?

প্রতিবেদন: ভারত-মার্কিন প্রস্তাবিত বাণিজ্যচুক্তিকে কেন্দ্র করে দেখা দিয়েছে ঘোর অনিশ্চয়তা। প্রশ্ন উঠেছে, ষষ্ঠ দফার বাণিজ্যচুক্তি কি আপাতত থমকে দাঁড়াতে পারে? সংশয়ের কারণ একটাই, ২৫ থেকে ২৯ অগাস্ট ভারত সফর বাতিল করতে পারে মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি দল। কেন বাতিল হবে তার কোনও সুনির্দিষ্ট কারণ জানানো না হলেও এটা স্পষ্ট, এর ফলে বিলম্বিত হতে পারে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যচুক্তি। এবং শেষপর্যন্ত যদি তা হয়, তবে ভারতের উপর ট্রাম্প প্রশাসনের ৫০ শতাংশ কর লাগু হওয়ার সম্ভাবনা জোরালো হল আরও। একটি আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা এবং সর্বভারতীয় টিভি চ্যানেলের সূত্র উদ্ধৃত করে এই আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। এবং তা হতে পারে ২৭ অগাস্ট থেকেই। লক্ষণীয়, রাশিয়া থেকে তেল কেনার 'শাস্তি' হিসাবে ভারতের উপরে অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ কর চাপানোর কথা ঘোষণা করেছিল ট্রাম্প প্রশাসন। তার আগেই অবশ্য ভারতের উপরে ২৫ শতাংশ করের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিল মার্কিন প্রশাসন। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, রাশিয়া-ইউক্রেন চুক্তি নিয়ে বৈঠক শুরুর আগে মার্কিন প্রেসিডেন্টের কথায় স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলেছিল, রাশিয়া থেকে যেহেতু আর তেল কিনছে না ভারত, সেই কারণে এখনই ভারতের উপরে অতিরিক্ত করের বোঝা চাপানোর ভাবনাচিন্তা করা হচ্ছে না। অবশ্য এনিয়ে আছে ভিন্নমতও। ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলো নাকি এখনও রাশিয়া থেকে দৈনিক ২০ লক্ষ ব্যারেল তেল আমদানি করছে। সবমিলিয়ে পুরো বিষয়টাই এখন অনিশ্চয়তার অন্ধকারে।

পাকিস্তানে মৃত্যুমিছিল, বৃষ্টি-হড়পা বানে মৃতের সংখ্যা বেড়ে প্রায় ৪০০

প্রতিবেদন: প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে বিধ্বস্ত পাকিস্তান। বেশ কিছু গ্রামে এমন অবস্থা যে মৃতদেহ দাফন করারও লোক পাওয়া যাচ্ছে না। প্রবল বৃষ্টি আর খাইবার পাখতুনখোয়ায় ভয়াবহ হড়পা বানে মৃতের সংখ্যা প্রায় চারশোর দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে। এখনও পর্যন্ত নিখোঁজ কমপক্ষে ১৫০ জন। শনিবারের বিকেল পর্যন্ত অন্তত ৩৫০টি মৃতদেহ উদ্ধার করার পর পর রবিবার সকালেও ধ্বংসস্তূপ থেকে দেহ উদ্ধার হয়েছে বলে খবর মিলেছে। বহু জায়গায় আটকে পড়েছেন অজস্র পর্যটক। মৃত্যু এবং ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে অবশ্য পাকিস্তানের সরকারি তরফে কোনও বিবৃতি দেওয়া হয়নি। স্থানীয় প্রশাসন প্রায় ৩৪০ জনের মৃত্যুর খবর স্বীকার করে নিলেও, স্থানীয় সূত্র বলছে, মৃতের সংখ্যা প্রায় ৪০০। হু হু করে

বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত বুনের জেলা। অন্তত ১০ থেকে ১২টি গ্রাম পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন। বেশ কিছু গ্রামের একটা বড় অংশ চাপা পড়েছে মাটির তলায়। ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়া গ্রামবাসীদের উদ্ধার করতে নামানো হয়েছে অন্তত ২০০০ উদ্ধারকর্মীকে। কিন্তু অন্তত ৯টি জেলার রাস্তাঘাট প্রবল বৃষ্টির তোড়ে হারিয়ে যাওয়ায় ত্রাণ এবং উদ্ধারের কাজ বিঘ্নিত হচ্ছে। পাক অধিকৃত কাশ্মীরেও হড়পা বানে ভেসে গিয়েছে গ্রামের পর গ্রাম। চলতি মরশুমে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বৃষ্টি হচ্ছে, দাবি সে দেশের আবহাওয়া দফতরের।

সূত্রের খবর, শতাধিক মানুষ এখনও নিখোঁজ। গত শুক্রবার (১৫ অগাস্ট) হড়পা বানের দোসর হয় মেঘ ভাঙা বৃষ্টি আর তাতেই বিপর্যস্ত প্রতিবেশী রাষ্ট্র। বাজাউর, বুনের, সোয়াত, মানেহরা, শাংলা, তোরঘর, বাটাগ্রাম জেলায় প্রবল বৃষ্টি হয়েছে। উদ্ধারকাজ চালানোর সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মৃত্যু হয়েছে দুই হেলিকপ্টার ক্রু সদস্যের। পাকিস্তানের জাতীয় বিপর্যয় নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত ২ জুন থেকে এখনও পর্যন্ত সেদেশে বৃষ্টিজনিত কারণে মৃতের সংখ্যা ৬০০ ছাড়িয়েছে। ইতিমধ্যে সাড়ে তিন হাজারের বেশি মানুষকে বন্যাকবলিত এলাকা থেকে নিরাপদ জায়গায় সরানো হয়েছে। শুক্রবারের দুর্যোগে বুনেরের পীরবাবা, মালিকপুরার মতো গ্রাম জলের তোড়ে তছনছ হয়ে গিয়েছে। অনেক পর্যটক এখনও পাহাড়ি এলাকায় আটকে পড়েছেন বলে খবর মিলেছে।

রেস্তোরাঁয় বন্দুকবাজদের হামলা, হত ৩, জখম ১০

প্রতিবেদন: মার্কিন মুলুকের রেস্তোরাঁয় আবার আততায়ীদের হামলা। এবারে নিউইয়র্কে। রেস্তোরাঁয় ঢুকে এলোপাথাড়ি গুলি চালাল আততায়ীরা। রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়লেন ৩ জন।

ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হল তাঁদের। গুরুতর জখম হলেন আরও অন্তত ১০ জন। হাসপাতালে তাঁরা লড়াই করছেন মৃত্যুর সঙ্গে। রবিবার ছুটির ভোরে এই ভয়াবহ দৃশ্যে ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক। গুলি চালিয়েই চম্পট দেয় আততায়ীরা। কিন্তু হামলার কারণ অজানা। তদন্তে নেমেছে পুলিশ। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ভোর সাড়ে ৩টে নাগাদ অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা হানা দেয় সেখানে। আততায়ীদের খোঁজে শুরু হয়েছে চিরুনি-তল্লাশি।

আজ ওয়াশিংটনে বিশেষ বৈঠকে মুখোমুখি হচ্ছেন ট্রাম্প-জেলেনস্কি

প্রতিবেদন: আজ ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বিশেষ বৈঠকে মুখোমুখি হচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের। সোমবারই ওয়াশিংটনে পৌঁছে যাচ্ছেন জেলেনস্কি।

তারপরেই জরুরি আলোচনার পালা। ফেব্রুয়ারির পরে এই প্রথম আমেরিকা সফরে জেলেনস্কি। কিন্তু সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, জেলেনস্কির সঙ্গে থাকবেন ইউরোপের বিশেষ প্রতিনিধি দল। যাঁরা ইতিমধ্যেই ইউক্রেনের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। তাঁদের আশঙ্কা, এবারের বৈঠকে রীতিমতো চাপের মুখে পড়তে পারেন ইউক্রেন প্রেসিডেন্ট। কেন? যুদ্ধবিরতির কড়া শর্ত চাপিয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন। দোনেৎস্ক অঞ্চল রাশিয়ার হাতে তুলে দেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছেন পুতিন।

বিশ্বের লজ্জা বিজেপি

(প্রথম পাতার পর)

রাজ্যেও বাংলায় কথা বলার অপরাধে বাংলাদেশি সন্দেহে আটক করে নির্যাতন চলছে বাঙালিদের উপর। পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা রহিমা বেগমকে একইভাবে মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে সীমান্ত পার করে দেয় অসম পুলিশ। এই তিন ঘটনার কথা উল্লেখ করে প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে বিজেপি রাজ্যের বাঙালি নির্যাতনের ভয়ঙ্কর কাহিনি। কীভাবে বিজেপিশাসিত নরেন্দ্র মোদির ভারতে শুধুমাত্র বাংলায় কথা বলার অপরাধে বাঙালি নিপীড়ন চলছে, অনুপ্রবেশকারী সন্দেহে বাংলাভাষীদের রাতারাতি দেশছাড়া করা হচ্ছে, তার বর্ণনা করা হয়। উল্লেখ করা হয়, মোদির শাসনে ভারতবর্ষের মৌলিক ঐক্য ব্যাহত হচ্ছে। বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের বার্তা বহনকারী ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করেছে বিদ্বেষ ও ঘৃণার রাজনীতি। বাংলায় কথা বলা মানেই এখন আতঙ্ক! এই না দেশছাড়া হতে হয়! ছিঃ বিজেপি, এ কোন রাজনীতি! ঘৃণার রাজনীতিতে নিন্দিত দেশেও, এখন মুখ পুড়ছে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও।

দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমসে আরও লেখা হয়েছে, শুধুমাত্র গত মে মাস থেকে জুলাইয়ের মাঝামাঝি পর্যন্ত দু'হাজারেরও বেশি বাংলাভাষী বাঙালিকে ভারতের সীমান্ত পার করে ছেড়ে দিয়ে আসা হয়েছে বাংলাদেশে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের এশিয়া মহাদেশীয় ডিরেক্টর মীনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলে এই তথ্য দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস নিশ্চিত করেছে বলেও লেখা হয়েছে প্রতিবেদনে। আর বিজেপির এই বিদ্বেষ রাজনীতির প্রতিবাদে কলকাতার রাজপথে তৃণমূলের মহিলা শাখার ধরনা-অবস্থানের কথাও ছবি-সহ প্রকাশ করেছে মার্কিন সংবাদপত্রটি। এবং লেখা হয়েছে মোদির ভারতে ঘটে চলা এই ঘটনা গোটা বিশ্বের মানুষের কাছে অত্যন্ত আতঙ্কের।

প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে, ভারত সরকার যাদের বিরুদ্ধে এই নিপীড়ন চালাচ্ছে, তাদের মধ্যে একটা বড় অংশ মুসলিম সম্প্রদায়ের। রয়েছে কিছু হিন্দু পরিবারও। কয়েক পুরুষ ধরে ভারতের বাসিন্দা তাঁরা। তাঁদের কাছে কেন্দ্রীয় সরকারের ইস্যু করা সমস্ত প্রয়োজনীয় নথিপত্র রয়েছে। তারপরও শুধুমাত্র রাজনৈতিক আক্রোশ মেটাতে নির্যাতন চালাচ্ছে দেশের সরকার।

উল্লেখ্য, বিজেপির বাংলা-বিদ্বেষ ও ভাষা-সন্ত্রাসের ঘটনাকে প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিয়ে গিয়ে ভাষা আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। এই মর্মে বাংলা, বাংলা ভাষা ও বাঙালিদের অধিকার রক্ষায় ইতিমধ্যেই ভাষা আন্দোলনের সূচনা করেছেন তিনি। তাঁর এই লড়াইকে কুর্নিশ জানিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস।

নৃশংস খুন বাংলার শ্রমিক

(প্রথম পাতার পর)

খুনের অভিযোগ করা হয়েছে। কাদেরের বাড়িতে স্ত্রী তাজলেমা বিবি ছাড়াও রয়েছে তিন ছেলে, দুই মেয়ে। মৃত কাদেরের দিদি গোলতারা বিবি বলেন, অন্ধ্রপ্রদেশে যে ঠিকাদারের অধীনে ভাই কাজ করত, তার কাছে মজুরি বাবদ প্রায় ৫ লক্ষ টাকা পেত। বকেয়া টাকা দিচ্ছিল না ওই ঠিকাদার। ইচ্ছা ছিল ঠিকাদারের কাছ থেকে বকেয়া পাঁচ লক্ষ টাকা নিয়ে ফিরে এসে বাড়ির কাছে একটা ব্যবসা খুলবে। কিন্তু তা আর হল না। রেললাইনের ধার থেকে ভাইয়ের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার হল। ঠিকাদারের এক কর্মী আসিফ শেখ ভাইকে ফোন করে এক জায়গায় দেখা করতে বলে। ভাই রাজি না হওয়ায় কিছুক্ষণ পর আসিফ লোকজন এনে ভাইকে তুলে নিয়ে গিয়ে হাত-পা বেঁধে বেধড়ক মারধর করে। তার ফলেই ভাইয়ের মৃত্যু হয়। আর এই মৃত্যুকে আত্মহত্যা প্রমাণ করতে দেহ রেললাইনের পাশে রেখে দেয়। রবিবার তাঁর ময়নাতদন্ত হয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ফরাক্কার তৃণমূল বিধায়ক মনিরুল ইসলাম বলেন, মৃতের পরিবারের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। মৃত যুবকের দেহ গ্রামে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করছি।

পুনর্গণনায় জয়ী বিরোধীরা

(প্রথম পাতার পর)

কিন্তু হাল ছাড়েননি মোহিত। কোর্টের কাছে বারবার পুনর্গণনার দাবি জানান। সুপ্রিম কোর্ট দিন কয়েক আগে ফের গণনার নির্দেশ দেয়। আর সেই গণনাতেই বেরিয়ে এল আসল ফলাফল। আসলে জিতেছেন মোহিত কুমার। বিচারপতির নির্দেশে জয়ী ঘোষণা করা হল তাঁকে।

তৃণমূল কংগ্রেস এই ঘটনাকে বলেছে, মারাত্মক প্রমাণ। নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বহুদিন ধরে এই অভিযোগ করছেন। প্রমাণিত হল এই ঘটনায়। জবাব দিতে হবে কমিশনকে। কংগ্রেসের সুপ্রিয়া শ্রীনাথ বলেন, গোটা দেশ দেখছে এই জালিয়াতি। আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবের কটাক্ষ, এমন কত ভুয়ো সরপঞ্চ এখনও কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। একটা বুথেই এই জালিয়াতি, সব বুথে ফের গণনা হলে মুখ লুকানোর জায়গা থাকবে না বিজেপির।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

১৫ অগাস্ট স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করে সাউথ হাওড়া বিবেকানন্দ ফাউন্ডেশন। সূচনা হয় যোগা সেন্টারের। আয়োজিত হয় গুণিজন সংবর্ধনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

খোলা হাওয়া

কিংস ইন কনসার্ট

» শহর কলকাতা গানে গানে মাতালেন শঙ্কর মহাদেবন, হরিহরণ। অনুষ্ঠিত হল 'কিংস ইন কনসার্ট'। উদ্যোক্তা টিউন ক্রাফ্ট ভেঞ্চার্স। বিশ্ববাংলা মিলনমেলা প্রাঙ্গণে শ্রোতাদের উপস্থিতি, চোখ ধাঁধানো মঞ্চ, দুই কিংবদন্তি সঙ্গীত শিল্পীর অসাধারণ পরিবেশনা মনে রাখবে এই শহর। অনুষ্ঠানের শুরুতে গণেশ বন্দনা পরিবেশন করেন শঙ্কর মহাদেবন। পরে একের পর এক সুপারহিট গান শোনান শিল্পী। যেমন 'প্রিটি উওমেন', 'মিতবা', 'মেরি মা', 'ইটস টাইম টু ডিস্কো' ইত্যাদি। হরিহরণ গাইলেন 'দৌড়া দৌড়া ভাগ ভাগ সা', 'তুহি রে', 'রোজা জানেমন', 'ভারত হামকো জান সে প্যায়ারা হ্যায়' প্রভৃতি গান। দু'জন একসঙ্গে শোনান বেশকিছু গান।

১৫ বছর পূর্তি

» এক নয়, দুই নয়, তিন নয়, গুটি গুটি পায়ে ১৫ বছর পার। 'ধূমকেতু'র অন্যতম প্রযোজক রানা সরকারের প্রযোজনার সংস্থা 'ডিএজি' ক্রিয়েটিভ মিডিয়া বা ডিসিএম-এর ১৫ বছর পূর্তির জমজমাট সেলিব্রেশন হল কলকাতার জে ডব্লু ম্যারিয়টে। এই প্রযোজনার সংস্থা তৈরি করেছেন 'রঞ্জনা আমি আর আসব না', 'চতুষ্কোণ', 'জাতিস্মর', 'অঙ্ক কী কঠিন' সহ আরও অনেক ছবি। ঝুলিতে রয়েছে একাধিক জাতীয় পুরস্কার। এই উপলক্ষে ১০ অগাস্ট পাঁচতারা হোটেলের ব্যাঙ্কোয়েটে বসেছিল চাঁদের হাট। ছিলেন সংস্থার কর্ণধার রানা সরকার, পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, সৃজিত মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, দেব, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়, ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত, পার্নো মিত্র, সোমলতা, ঋদ্ধিমা, গৌরব-সহ আরও অনেক কলাকুশলী। এই প্রথম কোনও প্রযোজনা সংস্থা থিয়েটার প্রযোজনা করছে। বাংলা অপেরার সেই নাটকের নাম 'কনকচাঁপা'। পরিচালক রঞ্জন দত্ত এবং প্রধান উপদেষ্টা নাট্যব্যক্তিত্ব ও সাংসদ পার্থ ভৌমিক। তাঁরাও এইদিন উপস্থিত ছিলেন।

স্বর্গের চেয়ে প্রিয় জন্মভূমি

» কলেজ স্ট্রিটের বইচিত্র সভাঘরে বার্তা ও মননের উদ্যোগে আয়োজিত হয় 'স্বর্গের চেয়ে প্রিয় জন্মভূমি' অনুষ্ঠান। ভারতের স্বাধীনতার ৭৯তম বছরে দেশপ্রেমের কবিতা, গান, আবৃত্তি ও আলোচনায় মুখর হয়ে ওঠে সভাঘর। অতিথি ছিলেন সাংবাদিক সুমন ভট্টাচার্য ও লেখক সন্দীপ চক্রবর্তী। এদিন প্রকাশিত হয় বাংলার দুই শতাধিক লেখকের লেখা সংবলিত পাঁচটি গ্রন্থ। আয়োজক সৌরভ বিশাই ও সায়ন্তী পাল জানান, সামনে শিক্ষক প্রণাম ও চতুর্থ বর্ষ শারদ সমারোহের আয়োজন করা হবে।

সাহিত্যসভা

» দেখতে দেখতে 'লগ্ন উষা' ৫৩৬তম মাসিক সাহিত্যসভা পার করে ফেলল। ৩ অগাস্ট। সোনামুখীতে। ১৯৮১ থেকে প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম রবিবার সোনামুখীতে বসে জমজমাট সাহিত্যসভা। আসরে শুধু বাঁকুড়া নয়, গল্পপাঠ করতে সারা বাংলা থেকে নামী-অনামী গল্পকারেরা ছুটে আসেন। এবার সারাদিনের আসরে গল্পপাঠ করেন সুকুমার রুজ, শরদিন্দু কর-সহ আটজন গল্পকার। তাঁদের গল্প নিয়ে রামপ্রসাদ বিশ্বাস, সুভাষ অধিকারী, মইনুল হক, প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ মনোগ্রাহী আলোচনা করেন। সম্পাদক গৌর কারকের আন্তরিক আপ্যায়নে সকলে তো মুগ্ধ। শ্রোতাদের আগ্রহও ছিল তুঙ্গে।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

» কামারহাটি পুরসভার ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের পুরমাতা অর্পিতা ঘোষের উদ্যোগে বাংলা ও বাংলা ভাষার জন্য রক্তদান, মহিলাদের বস্ত্র বিতরণ, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার প্রদান সহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কামারহাটি পুরসভার অন্যান্য পুরপিতা সহ কামারহাটি ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির সভাপতি শুভরূপ মিত্র প্রমুখ।

স্বাধীনতার দিনে মানুষের পাশে

» অভিনব উপায়ে ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করল ডায়মন্ড হারবার আলিঙ্গন ক্লাব। মূল অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সময় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক পান্নালাল হালদার, মহকুমা শাসক অঞ্জন ঘোষ, পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান রাজশ্রী দাস, ক্লাব সভাপতি চিন্ময় শিকদার প্রমুখ। এদিন ৩০০ জন মহিলাকে নতুন বস্ত্র প্রদান করা হয়। একইসঙ্গে ১০০০ জন মানুষকে নিয়ে ছিল মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজন। বিগত কয়েক বছর আলিঙ্গন ক্লাব দুস্থ মানুষের সঙ্গে নিয়ে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করে আসছেন। এই কাজে খুশি স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তারাও। ক্লাব সম্পাদক সাবির আহমেদ ও ক্রীড়া সম্পাদক বাকিবুল্লা বলেন, দুস্থ মানুষের সঙ্গে অভিনব স্বাধীনতা উদযাপন করতে পেরে আমরা খুবই খুশি। আগামী দিনগুলোতে এইভাবে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের উন্নতির চেষ্টা করে যাবে আমাদের ক্লাব।

কবির উপহার

» সম্পর্ককে কেন্দ্র করেই আমরা হৃদয়ে আশ্রয় রচনা করি। আশ্রয়ের মূল সুরটি কোথাও কোথাও বেঁধে দেন রবীন্দ্রনাথ। সেই কবির সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছেন, তাঁরা বলতেন যে, রবীন্দ্রনাথ নিজেকে দান করতে পারতেন অজস্র ধারায়। অবশ্য বস্তুবাদী মন দিয়ে সেই ধারায় স্নাত হওয়া যায় না। আত্মীয়-অনাত্মীয়, পরিচিত, কখনও বা স্বল্প পরিচয়েও অনেকে তাঁর কাছে পেয়েছেন বহু উপহার— জীবন তাঁদের সেই অমৃতের সুধায় ভরে উঠত। সেইসব অনালোচিত মুহূর্তগুলো নিয়েই পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের ঐকতান প্রেক্ষাগৃহে উপস্থাপিত হল 'কবির উপহার'। প্রসঙ্গ ও প্রেক্ষিতে কখনও এসেছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, কখনও মৈত্রেয়ী দেবী, কখনও বা সুরেন্দ্রনাথ কর— এভাবে একের পর এক বহু ব্যক্তিত্ব উঠে এসেছেন এই গ্রন্থনায়। গ্রন্থনা, ভাষ্য রচনা ও পাঠ ছিলেন সুকন্যা সেনগুপ্ত। অনবদ্য সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিশ্বরূপ গোস্বামী। তাঁর নির্বাচনে ছিল কবিগুরুর 'তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে', 'আমার মনের মাঝে কী গান বাজে', 'ভুবনজোড়া আসনখানি', 'এই কথাটি মনে রেখো', 'কাল রাতের বেলা গান এলো', 'ওগো কাঙাল আমারে', 'জীবনে আমার যত আনন্দ', 'তুমি নব নব রূপে এসো', 'তোমার কাছে এ বর মাগি', 'আজি বিজন ঘরে'।

হৈ হৈ করে বাঁচি

» লোপামুদ্রা মিত্রের কচিকাঁচাদের গানের পাঠশালা 'গান-মন'-এর বার্ষিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হল জ্ঞান মঞ্চে। প্রথম পর্বে ছোটরা গাইল রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গান, পরে বড়রা গাইলেন শতবর্ষ পূর্ণ হওয়া সঙ্গীত শিল্পীদের গান। এর মাঝে লোপামুদ্রা মিত্রের নতুন গান 'হৈ হৈ করে বাঁচি' প্রকাশ পেল। গানের কথা ও সুর সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের। পরে ঝাড়গ্রামের শিল্পীরা পরিবেশন করেন পুতুল নাটিকা 'গানের গুপি ঢোলের বাঘা'। প্রযোজনায় ঝাড়গ্রাম আর্ট আকাদেমি। উপস্থিত ছিলেন জয় সরকার, অনসূয়া চৌধুরী প্রমুখ।

মাঠে ময়দানে

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বাগদানের পর সময় ভাল গেল না অর্জুন তেন্ডুলকরের। জায়গা হল না দলীপের দলে

দুবাইয়ে দিন চারেকের প্রস্তুতি শিবির ভারতের

মুম্বই, ১৭ অগাস্ট : ২০ সেপ্টেম্বর আরব আমিরশাহি ম্যাচ দিয়ে এশিয়া কাপ যাত্রা শুরু করছে ভারত। তার আগে ভারতীয় ক্রিকেটাররা লম্বা ব্রেক পেয়েছেন। অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব, হার্দিক পাণ্ডিয়া, অভিষেক শর্মারা আইপিএলের পর আর কোনও ম্যাচ খেলেননি।

এই পরিস্থিতিতে দুবাইয়ের পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার জন্য সেখানে তিন-চারদিনের একটি শিবিরের পরিকল্পনা করেছে ভারতীয় বোর্ড। ঠিক শিবিরও নয়, বোর্ড চাইছে ক্রিকেটাররা কয়েকদিন আগে সেখানে গিয়ে পরিবেশের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে উঠুন। ৪ অগাস্ট ওভাল টেস্ট শেষ হওয়ার পর ভারতীয় দলের এখন বাংলাদেশ সফর করার কথা ছিল। কিন্তু সাদা বলের সেই সিরিজ বাতিল হওয়ায় এখন সব নজর গিয়ে পড়েছে এশিয়া কাপের উপর।

সূত্রের খবর বোর্ড ক্রিকেটারদের বেঙ্গালুরুর সেন্টার ফর এক্সেলেন্সে শিবির করতে বলেছিল। কিন্তু তাঁরা দুবাইতে তিন-চারদিন আগে যাওয়ার কথা বলেন। যাতে সবাই দুবাইয়ে কয়েকদিন প্র্যাকটিস করে নিতে পারেন। আইপিএলের পর সূর্যদের মতো অনেকেই আর ম্যাচ নামেননি। সূর্যর অবশ্য সফল হার্নিয়া অস্ত্রোপচার হয়েছে। সঞ্জু সম্প্রতি একটি প্রীতি ম্যাচে হাফ সেঞ্চুরি করেছেন। এশিয়া কাপে নামার আগে তিনি কেরল ক্রিকেট লিগেও

খেলার সুযোগ পাচ্ছেন। ১৪ সেপ্টেম্বর ভারত-পাক ম্যাচ রয়েছে। পাকিস্তানের জন্য সুবিধা এটাই যে তারা সম্প্রতি পরপর ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও বাংলাদেশের সঙ্গে সাদা বলের সিরিজ খেলেছে। এশিয়া কাপের আগে আরব আমিরশাহি ও আফগানিস্তানের সঙ্গে একটি ত্রিদেশীয় সিরিজও খেলবে তারা। এছাড়া আইসিসি অ্যাকাডেমি মাঠে তাদের প্রস্তুতি শিবিরের কথা রয়েছে।

বাদ বাবর ও রিজওয়ান

লাহোর, ১৭ অগাস্ট: এশিয়া কাপের জন্য ১৭ জনের দল ঘোষণা করল পাকিস্তান। দলে নেই দুই তারকা বাবর আজম ও মহম্মদ রিজওয়ান। এবারের এশিয়া কাপ টি-২০ ফরম্যাটে। বাবর এই ফরম্যাটে পাকিস্তানের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক এবং বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক। বাবরের পরেই এই তালিকায় পাকিস্তানের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রহকারী রিজওয়ান। দুই তারকা ব্যাটাররেই জায়গা হল না এশিয়া কাপের দলে। তারুণ্যেই আস্থা রেখেছে পাকিস্তান। এশিয়া কাপে পাক দলকে নেতৃত্ব দেবেন সলমন আলি আঘাই। সিনিয়রদের মধ্যে রয়েছেন শাহিন শাহ আফ্রিদি, ফখর জামান, হ্যারিস রউফ, খুশদিল শাহরা। এছাড়াও হাসান নওয়াজ, হুসেন তালাত, শাহিবজাদা ফারহান, মহম্মদ নওয়াজ, মহম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র, সুফিয়ান মোকিম, সাইম আয়ুবের মতো তরুণরাও জায়গা পেয়েছেন দলে। সদ্য ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজে ১-২ হেরেছে পাকিস্তান। তবু আগামী বছর টি-২০ বিশ্বকাপের লক্ষ্যে তরুণদেরই বেশি সুযোগ দিতে চায় পিসিবি। এশিয়া কাপে ভারতের সঙ্গে একই গ্রুপে রয়েছে পাকিস্তান।

এশিয়া কাপে চোখ, বার্তাও দিলেন বুমরা

মুম্বই, ১৭ অগাস্ট : এশিয়া কাপের দল নির্বাচনের সময় যেন তাঁর কথা মাথায় রাখা হয়। নির্বাচকদের জানিয়ে দিয়েছেন জসপ্রীত বুমরা। এমনটাই খবর বিসিসিআই সূত্রের।

আগামী ১৯ অগাস্ট এশিয়া কাপের দল বেছে নেবেন নির্বাচকরা। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে বোর্ডের একটি সূত্র জানিয়েছে, বুমরা ইতিমধ্যেই নির্বাচকদের জানিয়ে দিয়েছে, পুরো এশিয়া কাপেই ওকে পাওয়া যাবে। এবার বল নির্বাচক কমিটির কোর্টে। কোনও অঘটন না ঘটলে, এশিয়া কাপের দলে বুমরা থাকছে।

সদ্যসমাপ্ত ইংল্যান্ড সিরিজে ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কারণে তিনটের বেশি টেস্ট খেলেননি বুমরা। যা নিয়ে ভারতীয় তারকা পেসারকে প্রবল সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে। তাই এশিয়া কাপ খেলতে তিনি মরিয়া। ইংল্যান্ড সফরের পর অনেকটা দিন বিশ্রামের সময় পেয়েছেন বুমরা। ফলে এশিয়া কাপে পুরোপুরি তরতাজা হয়েই নামবেন বলে আশাবাদী ওয়াকিবহাল মহল। তাছাড়া টি-২০ ফরম্যাটে একজন বোলারকে ম্যাচে মাত্র চার ওভার বল করতে হয়। ফলে বুমরার শরীরেও বাড়তি কোনও চাপ পড়বে না।

এদিকে, বিসিসিআইকে স্বস্তি দিচ্ছে সূর্যকুমার যাদবের ফিটনেস। বোর্ডের সেন্টার অফ এক্সিলেন্সে দেওয়া ফিটনেস টেস্ট পাশ করেছেন সূর্য। ফলে এশিয়া কাপে তাঁর খেলা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। এই প্রসঙ্গে এক বোর্ড কর্তা জানিয়েছেন, সূর্যকুমার ফিট। এশিয়া কাপে ওর খেলা এবং নেতৃত্ব দেওয়া নিয়ে সংশয় মিটেছে। দল নির্বাচনী বৈঠকে সূর্য উপস্থিত থাকবে।

রাধাদের হার

ব্রিসবেন, ১৭ অগাস্ট : অস্ট্রেলিয়া এ দলের বিরুদ্ধে নিয়মরক্ষার তৃতীয় একদিনের ম্যাচে ৯ উইকেটে হেরে গেল ভারতীয় মহিলা এ দল। প্রথম দু'টি ম্যাচ জেতার সুবাদে, সিরিজ আগেই পকেটে পুরে ফেলেছিলেন শেফালি ভার্মারা। শেষ পর্যন্ত ২-১ ব্যবধানে সিরিজ জিতল ভারত এ। রবিবার প্রথমে ব্যাট করে, ৪৭.৪ ওভারে ২১৬ রানে গুটিয়ে গিয়েছিল ভারতীয় দল। শেফালি সর্বোচ্চ ৫৯ বলে ৫২ রান করেন। এছাড়া যস্তিকা ভাটিয়ার ৫৪ বলে ৪২ রান উল্লেখযোগ্য। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে, অ্যালিসা হিলির ৮৫ বলে অপরাজিত ১৩৭ রানের সৌজন্যে মাত্র ২৭.৫ ওভারে ১ উইকেটে ২২২ রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয় অস্ট্রেলিয়া এ দল।

সেরা বায়ার্ন

মিউনিখ, ১৭ অগাস্ট : স্টুটগার্টকে ২-১ গোলে হারিয়ে জার্মান সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন বায়ার্ন মিউনিখ। ফলে নতুন মরশুমের শুরুটা ট্রফি জিতেই করল জার্মান জায়ান্টরা। ম্যাচের ১৮ মিনিটেই হ্যারি কেনের অসাধারণ গোলে এগিয়ে গিয়েছিল বায়ার্ন। এরপর ৭৭ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন লিভারপুল থেকে সদ্য দলে যোগ দেওয়া লুইস দিয়াজ। বায়ার্নের জার্সিতে অভিষেক ম্যাচেই গোল পেলেন তিনি। খেলার ৯৩ মিনিটে জেমি লিউলিংয়ের গোলে স্টুটগার্ট ব্যবধান কমালেও, পরাজয় এড়াতে পারেনি। ম্যাচের পর উচ্ছ্বসিত হ্যারি কেন বলেছেন, ট্রফি জিতে নতুন মরশুম শুরু করার অনুভূতিটা অসাধারণ।

গোল করে এভাবেই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন রাফিনহা। বার্সেলোনার ম্যাচে।

জয়েই লা লিগা শুরু বার্সেলোনার

মাদ্রিদ, ১৭ অগাস্ট : লা লিগার প্রথম ম্যাচে সহজ জয় পেল বার্সেলোনা। গতবারের চ্যাম্পিয়নরা ৩-০ গোলে হারিয়েছে মায়োরকাকে। ২৩ মিনিটের মধ্যেই দু'গোলে এগিয়ে গিয়েছিল বার্সা। ইয়ামালদের কাজটা আরও সহজ হয়ে যায় ৩৯ মিনিটের মধ্যেই মায়োরকার দুই ফুটবলার লাল কার্ড দেখায়।

শুরু থেকেই আক্রমণের ঝড় তুলে ৭ মিনিটেই রাফিনহার গোলে এগিয়ে গিয়েছিল বার্সেলোনা। ২৩ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ফেরান তোরেস। তবে এই গোল নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। ইয়ামালের শট রুখতে গিয়ে মাথায় চোট পান মায়োরকার আন্তোনিও রাইলো। তিনি মাটিতে পড়ে যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকলেও, রেফারি খেলা থামাননি। সেই সুযোগে গোল করেন তোরেস। এই নিয়ে রেফারির সঙ্গে তর্ক করে হলুদ কার্ড দেখেন মায়োরকার মানু মোরলানেস। এর ঠিক মিনিট দশেক পরেই ইয়ামালকে ফাউল করে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড (লাল কার্ড) দেখে মাঠ ছাড়েন মোরলানেস। ৩৯ মিনিটে বার্সা গোলকিপারকে ফাউল করে সরাসরি লাল কার্ড দেখেন মায়োরকার স্ট্রাইকার ভেদাত মুরিকি। ফলে বাকি ম্যাচ ৯ জনে খেলতে হয়েছে মায়োরকাকে। তবে তৃতীয় গোলের জন্য অনেকটা সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে বার্সেলোনাকে। অবশেষে সংযুক্ত সময়ের চতুর্থ মিনিটে ৩-০ করেন ইয়ামাল। বক্সের বাইরে থেকে বাঁ পায়ের দুরন্ত শটে জাল কাঁপান তিনি।

হালান্ড জেতালেন সিটিকে

লন্ডন, ১৭ অগাস্ট : গতবারের দুঃস্বপ্ন ঝেড়ে ফেলে নতুন মরশুমের প্রিমিয়ার লিগের শুরুটা দুর্দান্ত করল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। প্রতিপক্ষ উলভারহ্যাম্পটনকে তাদের মাঠে ৪-০ গোলে হারিয়েছে পেপ গুয়ার্দিওলার দল। জোড়া গোল করে ম্যাচের নায়ক আর্লিং হালান্ড।

শুরুতে এলোমেলো ফুটবল খেললেও, নিজেদের গুছিয়ে নিতে খুব বেশি সময় খরচ করেননি ম্যান সিটির ফুটবলাররা। ৩৪ মিনিটে হালান্ডের প্রথম গোল। সিটির নতুন রিক্রুট তিজানি রেইন্ডার্স উলভসের তিন ফুটবলারকে ড্রিবল করে বল বাড়িয়েছিলেন রিকো লুইসের উদ্দেশ্যে। ডান প্রান্ত থেকে প্রতিপক্ষ বক্সে নিচু ক্রস বাড়ান লুইস। তাতে পা ছুঁইয়ে গোল করেন হালান্ড। ম্যান সিটিতে যোগ দেওয়ার পর এই নিয়ে টানা চার মরশুম প্রিমিয়ার লিগের প্রথম ম্যাচে গোল পেলেন তিনি।

তিন মিনিটে পরেই রেইন্ডার্সের গোলে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় ম্যান সিটি। সতীর্থ অস্কার ববের পাস থেকে বল জালে জড়ান ডাচ মিডফিল্ডার। ৬১ মিনিটে রেইন্ডার্সের পাস থেকে বল পেয়ে ৩-০ করেন হালান্ড। ৭৩ মিনিটে হালান্ডকে তুলে নিয়ে আরেক নতুন রিক্রুট রায়ান শেরকিকে মাঠে নামিয়ে দেন গুয়ার্দিওলা। মাঠে

চেনা ছন্দে হালান্ড। গোলের পর।

নামার ৮ মিনিটের মধ্যে সিটির জার্সিতে অভিষেক গোল পেয়ে যান ফরাসি উইঙ্গার। নিকো ও'রিলির সঙ্গে ওয়াল পাস খেলে গড়ানে শটে ৪-০ করেন শেরকি।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

গম্ভীরের পর কে? ভারতের কোচ হিসাবে পূজারার পছন্দ রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে

মাঠে ময়দানে

ডুরান্ডের শেষ চারে ডায়মন্ড হারবার

ডায়মন্ড হারবার ২ জামশেদপুর এফসি ০
(কিমা ২)

প্রতিবেদন : প্রথমবার ডুরান্ড কাপ খেলতে নেমে চমক দিয়েই চলেছে ডায়মন্ড হারবার এফসি। রবিবার কোয়ার্টার ফাইনালে প্রতিপক্ষ আইএসএলের দল জামশেদপুর এফসিকে ২-০ গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছে গেল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্লাব। কিবু ভিকুনার দল জামশেদপুরকে হারাল তাদেরই ঘরের মাঠে। ইস্পাত নগরীতে এই জয় নিঃসন্দেহে বড় কৃতিত্ব। জোড়া গোল করে ম্যাচের নায়ক ডায়মন্ড হারবারের ডিফেন্ডার সাইরুয়াত কিমা।

চোটের কারণে ব্রাজিলীয় স্ট্রাইকার ক্লেটন সিলভেইরা ছিটকে গিয়েছিলেন আগেই। কার্ড সমস্যায় এই ম্যাচে খেলতে পারেননি কিবুর দুই ডিফেন্ডার বিকাশ সিং ও মেলরয়। যদিও তাঁদের ছাড়াই দুরন্ত জয় ছিনিয়ে নিল ডায়মন্ড হারবার। বিকাশ ও মেলরয়ের অনুপস্থিতিতে রক্ষণকে দুর্দান্ত নেতৃত্ব দিলেন স্প্যানিশ ডিফেন্ডার মিকেল কোর্তাজার। বাকিরাও নিজেদের উজাড় করে দিলেন গোটা ম্যাচে। গোল না পেলেও, দলের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন আরেক বিদেশি লুকা মাজসেনও।

ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণের ঝড় তুলে তিন মিনিটেই এগিয়ে গিয়েছিল ডায়মন্ড হারবার। লম্বা থ্রো করেছিলেন জবি জাস্টিন। সেই বল ক্লিয়ার করতে ব্যর্থ হয় জামশেদপুর রক্ষণ। ফাঁকায় বল পেয়ে জালে জড়াতে ভুল করেননি কিমা। শুরুতেই পিছিয়ে পড়ে গোল শোধের জন্য মরিয়া হয়েছিল জামশেদপুর। কিন্তু জয়েশ রানে বার দুয়েক গোলের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েও কাজের কাজটি করতে পারেননি। পাল্টা আক্রমণ শানিয়ে সহজ সুযোগ নষ্ট করেন জবি জাস্টিনও। তবে বিরতির আগেই ব্যবধান দ্বিগুণ করে ফেলে ডায়মন্ড হারবার। এবারও গোলদাতা সেই কিমা। ৪১ মিনিটে জামশেদপুর রক্ষণের ভুলের সুযোগ তিনি নেন বল জালে জড়িয়ে।

জামশেদপুর যে দ্বিতীয়ার্ধে মরিয়া হয়ে আক্রমণে ঝাঁপাবে, সেটা জানতেন ডায়মন্ড হারবার কোচ কিবু। তাই শুরু থেকেই নিজের রক্ষণ আরও আঁটসাঁট করে দেন তিনি। ফলে জামশেদপুরের যাবতীয় আক্রমণ বিপক্ষ রক্ষণে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে। এছাড়া ডায়মন্ড হারবারের তিন কাঠির নিচে প্রাচীর হয়ে দাঁড়ান মিরশাদ মিচু। বেশ কয়েকটি দারুণ সেভ করেন তিনি।

গোল না পেয়ে মেজাজ হারাতে থাকেন জামশেদপুরের ফুটবলাররা। একাধিক হলুদ কার্ডও দেখেন। খেলার সংযুক্ত সময়ে জামশেদপুরের একটি গোল রেফারি বাতিলও করেন। শেষ পর্যন্ত জিতেই মাঠ ছাড়ে ডায়মন্ড হারবার।

প্রথম গোলের পর কিমাকে নিয়ে সতীর্থদের উচ্ছ্বাস। রবিবার জামসেদপুরে।

চোখের জলে ভেসকে বিদায়

প্রতিবেদন : মিউনিখ অলিম্পিকের ব্লেজার গায়েই শেষযাত্রায় ভেস পেজ। ১৯৭২ সালে মিউনিখ অলিম্পিকে ব্রোঞ্জজয়ী ভারতীয় হকি দলের সদস্য ছিলেন তিনি। রবিবার শেষকৃত্যের দিনও ভেজ পেজের গায়ে ছিল সেই অলিম্পিক ব্লেজার।

গত বৃহস্পতিবার ভোররাতে প্রয়াত হয়েছিলেন কিংবদন্তি অলিম্পিয়ান। রবিবার তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হল। বাবার মৃত্যুতে পুরোপুরি ভেঙে পড়ছেন লিয়েন্ডার পেজ। ভারতীয় টেনিস কিংবদন্তি তথা অলিম্পিক পদকজয়ী লিয়েন্ডারের চোখের জল এদিন যেন কিছুতেই বাঁধ মানছিল না। গত কয়েকদিন ধরেই শরীর ভাল নেই লিয়েন্ডারের। ডিহাইড্রেশনের কারণে দুর্বল হয়ে পড়েছেন। স্যালাইনও চলছে। এদিন হাতে স্যালাইনের চ্যানেল নিয়েই বাবা শেষযাত্রায় শামিল হয়েছিলেন লিয়েন্ডার।

রেড রোড সংলগ্ন হকি টেন্টে বাবার শববাহী গাড়ি ঢোকার মুখে রীতিমতো ভেঙে পড়তে দেখা গিয়েছে লিয়েন্ডারকে। হকি টেন্টে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয় ভেজ পেজকে। তারপর নিয়ে যাওয়া হয় সেন্ট থমাস চার্চে। বন্ধু লিয়েন্ডারের শোকের সময় পাশে দাঁড়াতে এবং ভেস পেজকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে সেখানে উপস্থিত ছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও। এছাড়া রাজ্যের দমকলমন্ত্রী তথা বেঙ্গল হকি সংস্থার সভাপতি সুজিত বসু-সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে। হকি ইন্ডিয়ার সভাপতি দিলীপ তিরকেও এদিন কলকাতা উড়ে এসেছিলেন ভেজ পেজকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে। কলকাতার তিন প্রধান— মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ও মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের পক্ষ থেকেও শ্রদ্ধা জানানো হয় প্রয়াত অলিম্পিয়ানকে।

তাঁর টেনিস জীবনে বাবার অবদান ছিল বিশাল। বিদায় বেলায় শোকে ভেঙে পড়লেন লিয়েন্ডার। রবিবার।

মাঠে ফিরেই গোল, জেতালেন মেসি

ফ্লোরিডা, ১৭ অগাস্ট : চোটে শেষ দু'টি ম্যাচ খেলতে পারেননি। রবিবার মাঠে ফিরেই গোল করলেন লিওনেল মেসি। একটি গোলও করালেন। ইন্টার মায়ামিও মেজর লিগ সকারে লস অ্যাঞ্জেলেস গ্যালাক্সিকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে।

এই ম্যাচে যে মেসি মাঠে ফিরছেন, সেটা আগেই জানিয়েছিলেন ইন্টার মায়ামি কোচ হাভিয়ের মাসচেরানো। তবে মেসিকে শুরুতে মাঠে নামাননি তিনি। দ্বিতীয়ার্ধে পরিবর্ত হিসাবে মাঠে নেমেই অবশ্য গোল পেলেন মেসি। তার আগে ৪৩ মিনিটে ইন্টার মায়ামিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন জর্ডি আলবা। কিন্তু ৫৯ মিনিটে সেই গোল শোধ করে দেন লস অ্যাঞ্জেলেস গ্যালাক্সির জোসেফ পেইনসিল। এরপর খেলা রীতিমতো জমে উঠেছিল। অবশেষে ৮৪ মিনিটে রডরিগো ডি পলের পাস থেকে বল পেয়ে বক্সের বাইরে থেকে বাঁ পায়ের জোরালো শটে ২-১ করেন মেসি। যা এবারের মেজর লিগ সকারে তাঁর ১৯তম গোল। পাঁচ মিনিট পরেই দলের তৃতীয় গোলেও অবদান রাখেন মেসি। এবার তাঁর অসাধারণ ব্যাকহিল থেকে বল পেয়ে ৩-১ করেন লুইস সুয়ারেজ। লিগে ইন্টার মায়ামির এটি ১৩তম জয়। ২৪ ম্যাচে ৪৫ পয়েন্ট নিয়ে মেসিরা আপাতত লিগের ইস্টার্ন কনফারেন্স গ্রুপের চার নম্বরে উঠে এলেন। ইন্টার মায়ামির পরের ম্যাচ বুধবার।

সুনীলের জন্য দরজা খোলা

বেঙ্গালুরু, ১৭ অগাস্ট : জাতীয় দলের কোচ হয়েই কড়া সিদ্ধান্ত নিয়েছেন খালিদ জামিল। আসন্ন কাফা নেশনস কাপের জন্য ৩৫ জনের প্রাথমিক দল বেছে নিয়েছেন তিনি। সেই দলে নাম নেই সুনীল ছেত্রীর! ইতিমধ্যেই বেঙ্গালুরুতে প্রস্তুতি শিবিরও শুরু করেছেন খালিদ। এবার সুনীলের দলে না থাকা নিয়ে মুখ খুলেছেন নতুন ফুটবল কোচ।

খালিদের বক্তব্য, সুনীল ভারতীয় ফুটবলের কিংবদন্তি। আমি নিজে ওর বিরুদ্ধে খেলেছি। ওর অসংখ্য ম্যাচ দেখেছি। সুনীল ভারতীয় ফুটবলের রোল মডেল। আমার ফেভারিট ফুটবলার। ওর জন্য জাতীয় দলের দরজা সব সময়ই খোলা থাকবে। খালিদের সংযোজন, কাফা নেশনস কাপ আমার কাছে এশিয়ান কাপের বাছাই পর্বের ম্যাচগুলোর প্রস্তুতি মঞ্চ। তাই সুনীলকে শিবিরে ডাকিনি। এই টুর্নামেন্টে আমি কিছু নতুন মুখ দেখে নিতে চাই। সুনীলের সঙ্গে আমি কথা বলেছি। নিজের পরিকল্পনা ওকে জানিয়েছি।

দাবি খালিদের

আলকারেজ বনাম সিনার

সিনসিনাটি, ১৭ অগাস্ট : উইম্বলডনের পর আরও একটি লড়াইয়ে একে অন্যের মুখোমুখি জানিক সিনার ও কার্লোস আলকারেজ। সেন্টার কোর্টে আলকারেজকে হারিয়ে উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন সিনার। এবার সিনসিনাটি ওপেনের ফাইনালে ফের মুখোমুখি দুই টেনিস তারকা। সিনারকে হারিয়ে আলকারেজ বদলা নিতে পারেন কি না, সেটাই দেখার। টুর্নামেন্টের শীর্ষ বাছাই সিনার সেমিফাইনালে হারিয়েছেন ফরাসি খেলোয়াড় টেরেন্স অ্যাটমানেকে। গতবারের চ্যাম্পিয়ন সিনার ৭-৬ (৭/৪), ৬-২ স্ট্রেট সেটে ম্যাচ জিতে ফাইনালে উঠেছেন। অন্যদিকে, দ্বিতীয় বাছাই আলকারেজের প্রতিপক্ষ ছিলেন তৃতীয় বাছাই আলেকজান্ডার জেরেভ। জার্মান প্রতিদ্বন্দ্বীকে ৬-৪, ৬-৩ স্ট্রেট সেটে কার্যত উড়িয়ে দিয়ে ফাইনালের টিকিট আদায় করে নেন আলকারেজ।

মাঠে ময়দানে

18 August, 2025 • Monday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

একমাসের মধ্যেই হারিয়েছেন মা-বাবাকে। তবু মোহনবাগানের টানে রবিবার মাঠে হাজির এই সমর্থক

চাকা ঘুরল, ডার্বি ইস্টবেঙ্গলের

দিমির প্রত্যাবর্তনে শেষ চারে

ইস্টবেঙ্গল ২ (দিয়ামানতাকোস) — মোহনবাগান ১ (অনিরুদ্ধ)

চিত্তরঞ্জন খাঁড়া

১৮ মাস পর সিনিয়র দলের কলকাতা ডার্বিতে জিতল ইস্টবেঙ্গল। গত বছর সুপার কাপের পর আবার ডার্বিতে জ্বলল মশাল। আর যুবভারতীতে ঠিক দু'বছর পর। ২০২৩ সালের ডুরান্ড কাপের গ্রুপ পর্বে মোহনবাগানকে হারিয়েও ফাইনালে দিমিত্রি পেত্রাতোসের গোলে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল ইস্টবেঙ্গলের। এবার সেই ডুরান্ডেই কোয়ার্টার ফাইনালে লিগ-শিল্ড ও আইএসএল চ্যাম্পিয়নদের ছিটকে দিয়ে মধুর প্রতিশোধও নিল লাল-হলুদ ব্রিগেড। দিমিত্রিয়স দিয়ামানতাকোসের জোড়া গোলে ২-১ জিতে ডুরান্ডের সেমিফাইনালেও উঠে গেল অস্কার ব্রুজোর দল। শেষ চারে সামনে কিবু ভিকুনার ডায়মন্ড হারবার।

শুধু জয় নয়, অনেকদিন পর রীতিমতো কর্তৃত্ব করে জয়। শেষ বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গেই লাল-হলুদ গ্যালারির গর্জনে কাঁপল যুবভারতী। ডাগ আউটে অস্কারের আগ্রাসী সেলিব্রেশন বুঝিয়ে দিচ্ছিল, ডার্বি জয়ের খাতা খোলার জন্য কতটা মরিয়া ছিলেন তিনি। ম্যাচের আগের দিন অস্কার বলেছিলেন, তাঁর নতুন দল এবার চমক দেবে। মরশুমের প্রথম ডার্বিতে চমকই দিল ইস্টবেঙ্গল। দিয়ামানতাকোসের প্রত্যাবর্তন হল। মিগুয়েল ফেরেরা, কেভিন সিবিললে অভিষেক ডার্বিতে বুঝিয়ে দিলেন, মহম্মদ রশিদকে সঙ্গে নিয়ে ইস্টবেঙ্গলকে এবার অনেক দূর নিয়ে যাবেন।

দলের ফাঁকফোকর ভরাট করেছিলেন। পুরনো ছাত্র মিগুয়েল ফেরেরার মতো প্লে-মেকার এনেছেন। বিপিন সিং, এডমুন্ডের মতো গতিময়

গোলের পর দিমির উচ্ছ্বাস। — সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

উইঙ্গার দলের শক্তি বাড়িয়েছে। এদিন বিপিন, মিগুয়েল, সাউল ক্রেসপোরা পরস্পরের কাছে থেকে পাস খেললেন। মহম্মদ রশিদের অভাব ঢেকে দিল মিগুয়েলদের প্রেসিং ফুটবল। অস্কারের চালে প্রথম ৪৫ মিনিট অনিরুদ্ধ থাপা, সাহাল আব্দুল সামাদ, লিস্টন কোলাসোরা আটকে গেলেন। পালা করে রাকিপ, এডমুন্ড, বিপিনরা বোতলবন্দি করে রাখেন লিস্টনকে। তার মধ্যেই ১৫ মিনিটের মাথায় চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন হামিদ আহদাদ। বাধ্য হয়েই দিয়ামানতাকোসকে নামান অস্কার। সেটাই শাপে বর হয়ে দাঁড়ায়।

৩৫ মিনিটের মাথায় বক্সের মধ্যে বিপিনকে ফাউল করেন আশিস রাই। পেনাল্টি থেকে বাঁ পায়ের শটে ঠান্ডা মাথায় গোল করে ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দেন দিমি। প্রথমার্ধের শেষ দিকে অপুইয়ার দূরপাল্লার শট পোস্ট ঘেঁষে বেরিয়ে যায়। এটাই ছিল প্রথমার্ধে মোহনবাগানের একমাত্র প্রয়াস। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই পাসাং দোরজি তামাংকে তুলে জেসন কামিন্সকে নামান মোহনবাগান কোচ জোসে মোলিনা। শুরুতেই সুযোগ তৈরি করেন। কিন্তু সাহাল তা হেলায় হারান। এরপর ৫২ মিনিটে দুর্দান্ত একটি আক্রমণ থেকে দ্বিতীয় গোল ইস্টবেঙ্গলের। মিগুয়েলের পাস থেকে আলবার্তো রডরিগেজকে ঘাড়ে নিয়ে বল নিজের ও দলের দ্বিতীয় গোল দিমির। খারাপ সময় কাটিয়ে প্রত্যাবর্তন গ্রিক স্ট্রাইকারের। ০-২ পিছিয়ে পড়ে দিমিত্রি পেত্রাতোস, দীপক টাংরি, দীপেন্দু বিশ্বাসের মতো ফ্রেশ লেগ নামিয়ে দেন মোলিনা। অল আউট আক্রমণে যায় মোহনবাগান। রক্ষণাত্মক হয়ে পড়ে ইস্টবেঙ্গল। লিস্টনের শট পোস্টে লেগে ফেরে।

৬৮ মিনিটে সেই লিস্টনেরই কর্নার থেকে ফিরতি বলে অনিরুদ্ধর দূর থেকে মারা শট জটলার মধ্যে জালে জড়িয়ে যায়। পরের কয়েক মিনিটের মধ্যে ইস্টবেঙ্গল কোনওরকমে গোল রক্ষা করে। গোললাইন সেভ করেন কেভিন। শেষদিকে ইস্টবেঙ্গলও ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ হাতছাড়া করে। দু'দলের ফুটবলাররা মাথা গরম করায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত ২-১ স্কোরলাইনেই ডার্বি জয়ের খরা কাটাল ইস্টবেঙ্গল।

জয়ের খিদে বেশি দেখলাম অস্কারের দলের

রবিবার ফুটবলারদের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।

মানস ভট্টাচার্য

রবিবাসরীয় বড় ম্যাচে দুটো বিষয়ে মোহনবাগানকে টেক্কা দিল ইস্টবেঙ্গল। এক—ফিটনেস। দুই—মরিয়া মানসিকতা। এক কথায়, জেতার খিদেটা অস্কার ব্রুজোর ফুটবলারদের মধ্যে যতটা দেখতে পেলাম, ততটা জোসে মোলিনার ছাত্রদের কাছ থেকে পেলাম না।

খুব উঁচু মানের ফুটবল না হলেও, বেশ একটা উপভোগ্য ম্যাচের সাক্ষী রইলাম। একটা বিষয় ভাল লেগেছে, সেটা হল দুই কোচের ইতিবাচক মানসিকতা। আর ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট আমার কাছে হামিদ আহদাদের চোট। ও চোট পেয়ে মাঠ না ছাড়লে, দিয়ামানতাকোস খেলার সুযোগ পেত না। জোড়া গোল করে ম্যাচের নায়কও বনে যেত না।

প্রথমার্ধে মোহনবাগান খুব সফট ফুটবল খেলেছে। অন্যদিকে, ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলাররা রীতিমতো পাওয়ার ফুটবল খেলেছে। অস্কারের ছেলেরা এক ইঞ্চিও জমি ছাড়ছিল না। মোহনবাগানের ফুটবলারদের পায়ে বল পড়লেই কড়া ট্যাকল করেছে। মাঠের প্রতিটি জায়গায় ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলারদের দেখা গিয়েছে। যেটা মোহনবাগান পারেনি। ফলে বল পজেশনেও এগিয়ে ছিল লাল-হলুদ।

ইস্টবেঙ্গলের আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার কেভিন সিবিল্লে তো অনবদ্য খেলেছে। জেমি ম্যাকলারেনকে বোতলবন্দি করে রেখেছিল কেভিন। পরিষ্কার ফুটবল খেলে ছেলেটা। এতটাই ক্লোজ মার্কিংয়ে রেখেছিল যে, ম্যাকলারেন সেভাবে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারেনি। পাল্লা দিয়ে ভাল খেলেছে আনোয়ার এবং নুঙ্গাও। অস্কারের টিম ফিটনেসে অনেকটাই এগিয়ে। দলের প্রতিটি ফুটবলার খুব দ্রুত নড়াচড়া করছে। মাঝমাঠের লড়াইয়েও টেক্কা দিয়েছে প্রতিপক্ষকে। অনিরুদ্ধ থাপা, আপুইয়া, সাহালরা বল ধরলেই তা কাড়ার জন্য এগিয়ে এসেছে ক্রেসপোরা। মিগুয়েলের মতো অ্যাটাকিং মিডিও নেমে এসে রক্ষণকে সাহায্য করেছে। উইং দিয়ে লিস্টনের দৌড় মোহনবাগানের সেরা অস্ত্র। কিন্তু এই ম্যাচে একটা দুর্দান্ত ফ্রি-কিক ছাড়া লিস্টনের কাছ থেকে আর কিছুই পেলাম না।

দিয়ামানতাকোসের দ্বিতীয় গোলের সময় তো ওর ধারেকাছে মোহনবাগানের দুই স্টপারকে দেখতে পেলাম না! এতটা ফাঁকা জায়গা দিলে স্ট্রাইকাররা তো গোল করবেই। দ্বিতীয়ার্ধে কামিন্স নামার পর মোহনবাগান অবশ্য অনেক ভাল খেলেছে। দু'গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর, ইস্টবেঙ্গল কিছুটা রক্ষণাত্মক হয়ে পড়েছিল। সেই সুযোগে বেশ কিছু সুযোগ তৈরি করেছিল মোলিনার ফুটবলাররা। অনিরুদ্ধ থাপার গোলে ব্যবধান কমানোর পর মনে হয়েছিল, ম্যাচটা ড্র করতে ফেলতে পারে মোহনবাগান। তবে ইস্টবেঙ্গলের রক্ষণ আগাগোড়া জমাট ফুটবল খেলে তা রুখে দিয়েছে।

সংযত অস্কার, আক্ষেপ মোলিনার

হেরে বিতর্কে কামিন্স

প্রতিবেদন : গতবার মাঝপথে ইস্টবেঙ্গলের দায়িত্ব নিয়েই ডার্বি হেরেছিলেন অস্কার ব্রুজো। এরপর হারের বোঝা আরও বাড়ে। অবশেষে কলকাতা ডার্বি জয়ের স্বাদ পেলেন। ইস্টবেঙ্গলেরও ভাগ্যের চাকা ঘুরল। প্রথমবার ডার্বি জিতে লাল হলুদের স্প্যানিশ কোচ বললেন, পা আমাদের মাটিতে রাখতে হবে। সবে মরশুম শুরু হয়েছে। এখনও অনেক পথ পেরোতে হবে।

ডুরান্ড কাপের সেমিফাইনালে উঠলাম। ট্রফি এখনও আসেনি। ম্যাচ ধরে এগোতে চাই। গত মরশুম তাঁর ভাল যায়নি। এবার সাউল ক্রেসপো

ডার্বি জয় সদ্য পিতৃহারা রশিদকে উৎসর্গ মহেশদের। —নিজস্ব চিত্র

শুরু থেকে নিজেকে মেলে ধরেছেন। ডার্বি জিতে স্প্যানিশ মিডিও ভুলছেন না তাঁর পিতৃহারা সতীর্থ মহম্মদ রশিদকে। ম্যাচের আগের দিন সৌভিক চক্রবর্তী বলেছিলেন, ডার্বি জিতে রশিদকে উৎসর্গ করতে চান। সাউলও এদিন বললেন, এই জয় রশিদের জন্য। আমরা ওর এই কঠিন সময়ে পাশে আছি। মোহনবাগান কোচ জোসে মোলিনার স্ট্র্যাটেজি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। কেন তিনি তিন বিদেশি নিয়ে শুরু করলেন? মোলিনা অবশ্য কোনও ব্যাখ্যায় যাননি। তবে মাঝমাঠের ব্যর্থতা দেখে মোহন কোচ কার্যত স্বীকার করে নিলেন গ্রেগ স্ট্যুয়ার্টের অভাববোধ করছেন। বললেন, আমরা স্ট্যুয়ার্টের বিকল্প এখনও খুঁজে পাইনি। তবে ডার্বি হারলেও আমরা হতাশ নই। মরশুম সবে শুরু। ফের নতুন দিন শুরু হবে।

জেসন কামিন্সকে নিয়ে বিতর্ক তৈরি হল। টিম বাসে বসে ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের দিকে মধ্যমা দেখানোর অভিযোগ উঠছে বাগানের অস্ট্রেলীয় বিশ্বকাপারের বিরুদ্ধে।